ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■23 January, 2020 ■আগরতলা, ২৩ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■৮ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিএএ ঃ স্থগিতাদেশ দিল না, ৪ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের জবাব তলব সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, সর্বাগ্রে কেন্দ্রের বক্তব্য শুনতে হবে। তাই ৪ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে সিএএ মামলায় গঠিত হতে পারে সাংবিধানিক বেঞ্চ। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে আন্দোলন-প্রতিবাদ জারি রয়েছে দেশের সর্বত্র। এমতাবস্থায় বুধবার সিএএ-র বিরুদ্ধে এবং সমর্থনে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া ১৪৪টি মামলার শুনানি হয় সর্বোচ্চ আদালতে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি এস আব্দুল নাজীর এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে শুরু হয় ১৪০টিরও বেশি মামলার শুনানি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-কে চ্যালেঞ্জ করেছে বহু রাজনৈতিক দলই। তার মধ্যে রয়েছে কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিএম, ডিএমকে, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ ও এআইএমআইএম। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মামলা করেছিলেন জয়রাম রমেশ, আরজেডি-র পক্ষ থেকে মনোজ ঝা, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংসদ মহুয়া মৈত্র, এআইএমআইএম-এর পক্ষ থকে আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। এছাড়াও জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ, অল অসম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, পিস পার্টি প্রভৃতি দল ও সংগঠন সিএএ-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

সিএএ মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দেয়, সে দিকেই নজর ছিল গোটা দেশের। সিএএ এবং এনআরসি প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ না দিয়ে, ৪ সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে সর্বোচ্চ আদালত। সিএএ-র বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে সমস্ত আবেদন জমা পড়েছে, সেই সমস্ত আবেদনের শুনানির জন্য সাংবিধানিক বেঞ্চও গঠন হতে পারে।

‘টোটাল শাটডাউন’-এর প্রভাব নেই অসম-সহ উত্তরপূর্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

গুয়াহাটি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর পক্ষে ও বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আবেদনগুলোর ওপর প্রাথমিক শুনানি গ্রহণ হয়েছে আজ বুধবার। আজকের শুনানি গ্রহণের দিন সর্বোচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আজ অসম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম অচল করতে ‘টোটাল শাটডাউন’-এর ডাক দিয়েছিল এই আইনের বিরুদ্ধাচরণকারী ছাত্রসমাজ। কিন্তু ছাত্র সমাজ আহূত ‘টোটাল শাটডাউন’-এর কোনও প্রভাব পড়েনি দশটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া। তবে যেগুলোতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ : অসম ও ত্রিপুরার আবেদন পৃথকভাবে শুনানি গ্রহণ করবে সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ) সম্পর্কে অসম ও ত্রিপুরার আবেদনগুলির পৃথকভাবে শুনানি গ্রহণ করবে সর্বোচ্চ আদালত। বুধবার সিএএ সম্পর্কে শুনানিকালে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে নেতৃত্বাধীন তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ।

সর্বোচ্চ আদালতের জনৈক আইনজীবী এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, অসম এবং ত্রিপুরা সম্পর্কিত আবেদনগুলির আলাদা শুনানি গ্রহণ করবে আদালত। ওই আবেদনগুলির উত্তর দিতে দু সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। জবাব পাওয়ার পর ওই দুই রাজ্যের আবেদনগুলোর শুনানি গ্রহণ করবেন প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত তিন জনের ডিভিশন বেঞ্চ।

তিনি আরও জানান, অসম এবং ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে বাকি আবেদনগুলোর উত্তর দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চার সপ্তাহের সময় দেওয়া হয়েছে। আজ উচ্চতম আদালতের তিনজনের ডিভিশন বেঞ্চ সিএএ-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে মোট ১৪৮টির মধ্যে ১৪৪টি আবেদনের শুনানি গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত, প্রধান বিচারপতি শরদ অরবিন্দ বোবদে নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য যথাক্রমে বিচারপতি আবদুল নাজির এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

বাদলের জামিন আবেদন ফের খারিজ, ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক বাদল চৌধুরীর জামিন আবেদন আজ পুনরায় খারিজ করে দিয়েছে আদালত। বুধবার বিশেষ আদালতের বিচারক এসদত্ত পুরকায়স্থ প্রথমে বাদল চৌধুরীকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্ত জিবি হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর পুলিশ তাঁকে সন্ধ্যায় আদালতে সোপর্দ করে এবং আদালত বাদল চৌধুরী ও উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনে পরবর্তী শুনানির দিন ৪ ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছে। তাঁকে আজকেই বিশালগড় সংশোধনাগারে নিয়ে গেছে পুলিশ।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বাম জমানায় দুর্নীতি খুঁজে বের করার কাজ শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দফতরের প্রাক্তন প্রধানসচিব তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে ভিজিলেন্স তদন্তে ক্রাইম ব্রাঞ্চ মামলা করেছে। ওই মামলায় প্রথমে সুনীল ভৌমিক এবং পরে বাদল চৌধুরী গ্রেফতার হন। ইতিপূর্বে একাধিকবার বাদল চৌধুরী জামিনের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্ত আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেউ তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টেও জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্ত, হাইকোর্টেও জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে।

মঙ্গলবার বিশেষ আদালতে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনে পুনরায় শুনানি হয়েছে। আদালত ওইদিন রায়দান স্থগিত রেখেছিল। আজ আদালত বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এ-বিষয়ে আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা বলেন, বাদল চৌধুরীকে ৭৫ দিন জেল হেফাজতে রাখা হয়েছে। অথচ, পুলিশ এখনও চার্জশিট জমা দিতে পারেনি। তিনি বলেন, গতকাল আদালতে ওই যুক্তি তুলে ধরে সওয়াল করা হয়েছিল। কিন্ত তখন সরকারি আইনজীবী ৯০ দিন বাদল চৌধুরীকে জেল হেফাজতে রাখা যেতেই পারে বলে সওয়াল করেছিলেন। আদালত আজ সরকারি আইনজীবীর যুক্তিতে সম্মত হয়েছে। বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাঁকে প্রথমে তাঁকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর পুলিশ বাদল চৌধুরীকে পুনরায় আদালতে সোপর্দ করে। তাঁর কথায়, আদালতে বাদলবাবু বক্তব্য রেখেছেন এবং উভয় পক্ষের আইনজীবী সওয়াল করেছেন। সমস্ত বক্তব্য শুনে আদালত ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাদল চৌধুরীকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। তিনি আরও জানান, আদালত বাদল চৌধুরীকে আত্মসাহায্যকারী এবং সর্বক্ষণের একটি টিম তাঁর দেখাশুনার জন্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে।

তিনি বলেন, পূর্ত ঘোটালায় মুখ্য অভিযুক্ত সুনীল ভৌমিক ইতিমধ্যে জামিন পেয়েছেন। অথচ, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে না। তিনি জানান, এ-বিষয়ে আলোচনা করে হাইকোর্টে আবেদনের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করা হবে।

সভানেত্রীর পরামর্শে আন্দোলনে ঝাঁপানোর প্রস্তুতি নেবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। রাজ্যে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছেন। এডিসি নির্বাচনের রনকৌশল নিয়েও প্রদেশ সভাপতিকে পরামর্শ দিয়েছেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী।

সর্বভারতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির নির্দেশে রাজ্যে কংগ্রেস দলকে ঠেলে সাজানো ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিচ্ছে প্রদেশ কংগ্রেস। গত ২দিন আগে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাসকে দিল্লিতে তলব সোনিয়া গান্ধি। সেখানে রাজ্যের সার্বিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। এডিসি নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হয়। এআইসিসির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ : উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আবেদনগুলির পৃথক শুনানি, আশার আলো দেখছেন সংশ্লিষ্টরা

আগরতলা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরোধিতা করে অসম ও ত্রিপুরার আবেদনগুলি পৃথকভাবে শুনানি গ্রহণ করবে সুপ্রিমকোর্ট। এতে আশার আলো দেখছেন আবেদনকারীরা। ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সুপ্রিমকোর্ট আমাদের আবেদনের স্বপক্ষে যুক্তি গ্রহণ করেছে। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত আবেদন একত্রিত করে শুনানি গ্রহণ করবে।

এদিকে রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ-এর কথায়, আমাদের প্রদত্ত প্রমাণ ও যুক্তিতে সম্মত হয়েছে সুপ্রিমকোর্ট, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সমস্যা রয়েছে তা বুঝতে পেরেছে আদালত। শুধু তা-ই নয়, ওই আইন কার্যকর হলে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি এবং অসম চুক্তি লঙ্ঘন করা হবে, দাবি করেছেন প্রদ্যুৎকিশোর।

> আমি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নই, কিন্ত আমাদের নিরাপত্তা চাই।
> - প্রদ্যুৎকিশোর মানিক্য

> আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।
> - জিতেন্দ্র চৌধুরী

বুধবার জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, সুপ্রিমকোর্ট আমাদের আবেদন বুঝতে পেরেছে, কিন্ত ওই আইনে স্থগিতাদেশ জারি করলে আরও ভালো হত। তাঁর কথায়, আইনটি কার্যকর হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি এবং অসম চুক্তি লঙ্ঘিত হবে। সুপ্রিমকোর্ট তা গ্রহণ করেছে। তাই আইনটি কার্যকরে স্থগিতাদেশ জারি হোক, আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্ত সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এখনই স্থগিতাদেশ জারি করার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে জবাব দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হবে। তবে কেন্দ্র যদি তড়িঘড়ি আইনটি কার্যকর করতে চায় তা-হলে বিষয়টি আদালতের নজরে আনবেন, জানান তিনি।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মণ সুপ্রিমকোর্টের আদেশে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে আদালতে। তাছাড়া, এই আইন সংবিধানের মূল ভিত্তিকে আঘাত করেছে, সেই যুক্তিও তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি হিন্দুদের বিরঃদ্ধে নই, কিন্ত আমাদের নিরাপত্তা চাই।

ফের যান সন্ত্রাসে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ জানুয়ারি : ফের পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো এক যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি কাকুলিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন ৮ নং জাতীয় সড়ক এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায় টি আর ০৮ এ ৮৫২৯ নাম্বারের বাইক জোলাইবাড়ি থেকে বাইখোড়ার উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেয়। অপরদিকে বাইখোড়া থেকে টি আর ০১ একে ১৫৮৬ নাম্বারের বলেরো গাড়ি জোলাইবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্ত কাকুলিয়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জোলাইবাড়ির দমকল বাহিনীর লোকজন বাইক আরোহী দুজনকে জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে জোড় কদমে। ছবি- নিজস্ব।

২৪ লক্ষাধিক মূল্যের নেশা ও পাচার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। নেশা বিরোধী অভিযানে বিএসএফ ফের সাফল্য পেয়েছে। পৃথক অভিযানে একটি স্থান থেকে ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ২,৩৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট অন্য জায়গায় ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বাজার মূল্যের যন্ত্রপাতি-সহ অবৈধ কাঠের মিল এবং ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৬২ টাকা বাজারমূল্যের গাঁজা ও গবাদি পশু উদ্ধার হয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-এর জনসংযোগ আধিকারিক অরঃণকুমার ভার্মা জানিয়েছেন, আমতলি থানাধীন রেয়েরমুরা বিওপি এলাকায় বাদশাহ মিয়াঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২,৩৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তবে অভিযুক্ত বাড়ির মালিক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নিউ তিনি জানান, উদ্ধার নেশা সামগ্রী আমতলি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বাঁশতলা গ্রামের গকুলনগর এলাকায় হানা দিয়ে অবৈধ কাঠের মিল-সহ যন্ত্রপাতি উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, ৬ কিউবিক মিটার কাঠ, একটি কাঠ কাটার মেশিন, জেনারেটর এবং একটি বলেরো পিক-আপ ভ্যান উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য ৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সাথে তিনি আরও জানান, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রীনাথপুর পঞ্চায়েতের ৮ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনীতি জমে উঠেছে। অবশেষে পঞ্চায়েতের আট জন পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্য পদ খারিজ করে দেয় বিডিও মনোজ সাহা, তেরো আসন বিশিষ্ট্য শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে পাঁচ জন সদস্য রয়েছে।

বুধবার দুপুরে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান— শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত আট জন সদস্যের সদস্য পদ খারিজ হওয়ার ফলে পঞ্চায়েতের এই আটটি আসনে অবিলম্বে উপনির্বাচন করার দাবি জানান। এছাড়াও উনি গত পঞ্চায়েত ভোটে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি দল ছয়টি আসনে, সিপিআইএম দল পাঁচটি আসনে এবং কংগ্রেস দল দুটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস এবং সিপিআই এম যৌথভাবে পঞ্চায়েত গঠন করেছিল, দুই দলের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হওয়ায় পঞ্চায়েত ভেঙে যায়। এরপর সিপিআইএম দলের চারজন সদস্য এবং বিজেপি দলের চারজন সদস্য এই আটজন দলের হুইপ অমান্য করে গত তেসরা ডিসেম্বর পঞ্চায়েত দখল করে সিপিআইএম দলের তুয়াকুল আলী প্রধান ও বিজেপি দলের সিরাজ মিঞা উপ-প্রধান নির্বাচিত হন।

গত পয়লা জানুয়ারি বিজেপি ও সিপিআইএম দল পৃথক পৃথক ভাবে লিখিতভাবে বিডিও মনোজ সাহাকে সুপারিশ করেছেন আট জনের সদস্য পদ খারিজ করার জন্য দলীয় হুইপ অমান্য করার দায়ে। আবার ঠিক এর পরের দিন গত দুসরা জানুয়ারি সিপিআইএম এবং বিজেপি দল আবারও পৃথক পৃথক ভাবে লিখিতভাবে বিডিও মনোজ সাহাকে জানায় আট জন সদস্য যার যার দলের কাছে ক্ষমা চাওয়ায় দল আট জন সদস্যকে দল ক্ষমা করে দিয়েছে তাই আট জনের সদস্য পদ যেন বহাল রাখা হয়।

এরপর থেকেই কংগ্রেস দল এই বিষয় নিয়ে মাঠে নামে। কংগ্রেস বি ডি ও-এর নিকট দাবি করে আসছিল যে আট জনের সদস্য পদ খারিজ করার জন্য। যদি বিডিও আট জনের সদস্য পদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১০৫ ▫ ২৩ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ৮ মাঘ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পূর্ণতার লক্ষ্যে লড়াই

রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত হইয়াছে। এই উৎসবে সাধারণের অংশগ্রহণ তেমন থাকে না। যেমন স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানেও গণ অংশগ্রহণ থাকে না। সরকারী উদ্যোগে চলে নিয়ম রক্ষার অনুষ্ঠান। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হয়। সেদিন উত্তরপূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকটি রাজ্যও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। রাজন্য শাসন হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণের পরই কার্য্যত নতুন ত্রিপুরা গড়িবার কাজ শুরু হয়। ১৯৪৯ হইতে ১৯৭১ পর্য্যন্ত তো ত্রিপুরা ছিল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বিধানসভা ছিল ৩০ আসনের। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিরা ছিলেন। কিন্তু রাজ্য স্বাবলম্বী ছিল না। কেন্দ্র মুখাপেক্ষি থাকিতে হইত। এই পূর্ণ রাজ্যের জন্য আন্দোলন করিতে হইয়াছে। আন্দোলনের চাপেই শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরা সহ কয়েকটি রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত করে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে পূর্ণতা পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পাইয়াছিল ৪৮ বছরেও তা অর্জিত হয়নি। তাঁহার মতে, পূর্ণরাজ্য গঠিত হওয়ার দীর্ঘ সময় পরও যে ক্ষেত্রগুলিতে পূর্ণতা অর্জন করা যার নাই, মাত্র ২২ মাসের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একশ শতাংশ সাফল্য আসিয়াছে। তাহার এই দাবীকে মান্যতা দিয়াই বিগত ৪৮ বছরের রাজ্যের পরিস্থিতি কোথায় ছিল, কি অবস্থায় লড়াই করিয়াছে তাহাকে বিচার করিতে হইবে। তাহা না করিলে হয়তো আলোচনার পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে না।

১৯৭২ সালে এমন সময় ত্রিপুরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন গোটা দেশজুড়িয়া চলিতেছিল এক অস্থির পরিস্থিতি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ত্রিপুরার সার্বিক অবস্থা ছিল বিধ্বস্ত প্রায়। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ভারত পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংগঠিত। আর যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল ত্রিপুরা। ত্রিপুরার মাটিতে থাকিয়া যুদ্ধ চলিত পাকিস্তানের সঙ্গে। এই যুদ্ধে ভারতের অর্থনীতির উপর বিরাট ধাক্কা গিয়াছে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সাহায্যের জন্য বিশ্বময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ষোল লক্ষ। ষোল লক্ষের উপর শরণার্থী স্রোত বহিয়াছিল ত্রিপুরায়। সেই বিধ্বস্ত অবস্থার রেশ ১৯৭২ সালের পূর্ণরাজ্য ত্রিপুরাকে মোকাবেলা করিতে হইয়াছে। ফলে দুই দুটি বছর সেই ঘোরের আবহেই গেল ত্রিপুরা। ১৯৭৩-৭৪ সাল হইতে গোটা দেশজুড়িয়া ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলন দানা বাদে। ১৯৭৫ সালে জারী হয় জরুরী অবস্থা। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় জনতা সরকার। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী পদ হইতে আগেই শচীন্দ্রলাল সিংহকে অপসারিত করিয়াছিলেন ইন্দিরা। সেই শচীন্দ্রলাল ইন্দিরার বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইয়া সিএফসি দলে যোগ দেন। আর তখনই, শচীন্দ্রলাল সিংহের সহযোগে ত্রিপুরায় ৭৭ সালে সিপিএমের প্রথম ক্ষমতায় অভিষেক ঘটে। এইভাবেই ত্রিপুরায় সিপিএম -সিএফসি মন্ত্রিসভা পরে জনতা সিপিএম মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী। বিধ্বস্ত কংগ্রেসের সুযোগে ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য নিয়া সিপিএম রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হয় এবং টানা দশ এগার বছর ক্ষমতায় আসীন থাকে। ১৯৮৮ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস যুব সমিতি জোট ক্ষমতাসীন হয়। পাঁচ বছর পর কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে বাহির হইতে সমর্থনের শর্ত হিসাবে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে আবার রাজ্যের ক্ষমতায় বসে সিপিএম। মাঝে পাঁচ বছর বাদ দিলে টানা ৩৫ বছরই এরাজ্যে ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। এই ৩৫ বছরে ত্রিপুরার কতখানি পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়াছে তাহা তো হিসাবের খাতাতেই আছে। বাম আমলে প্রতি বছর নমঃ নমঃ করিয়া পূর্ণরাজ্য দিবস পালিত হইত। তখন মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা তাহাদের জয়ডাক শুনাইতেন। গলা ফাটাইয়া বলিতেন ত্রিপুরায় স্বর্ণযুগ চলিতেছে।

বাম আমলে ত্রিপুরায় একের পর এক রক্তস্রোত বহিয়াছে। উগ্রপন্থীদের সীমাহীন উৎপাতে ত্রিপুরায় তো কার্য্যত জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হইয়াছিল। শত শত মানুষ খুন করা হইয়াছে। অপহরণ, হামলা গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটনায় ত্রিপুরা উপদ্রুত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৮০ সালে জাতি উপজাতির ভয়াবহ দাঙ্গায় ত্রিপুরা রক্তে ভাসিয়াছে। মৃতদেহের স্তূপ গণ কবর দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরা পূর্ণতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘ সময় তো কাটিয়াছে রক্তের হোলি খেলায়। সেখানে পূর্ণতা আসিবে কিভাবে? পূর্ণতার সুফল তখনই আসিবে যদি শান্তি ও স্বস্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সেই লক্ষ্যেই তো লড়াইকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সাংবাদিকদের আরও আগ্রহী হওয়ার আবেদন জানাল পিআইবি

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের আরও আগ্রহী হওয়ার আবেদন জানাল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)ঊ নদীয়া জেলার ছোট ও মাঝারি মাপের সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে বুধবার পিআইবি-র পক্ষ থেকে গণমাধ্যম শীর্ষক কর্মশিবির 'বার্তালাপ'—এর আয়োজন করা হয়। পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক জেন নামচু কর্মশিবিরে প্রকৃত তথ্য প্রদানকারী পিআইবি-র কাজকর্ম সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে আমরা আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে চাইছিঊ মিডিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য নদীয়া জেলায় কর্মরত সংবাদ প্রতিনিধিদের জানানো হয়। কর্মশিবিরে সাংবাদিকদের জানানো হয়, পিআইবি-র সংবাদ, আলোকচিত্র, ইনফোগ্রাফিক্স ও অন্যান্য মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলা ছাড়াও হিন্দি ও ইংরাজি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও পাওয়া যায়।

প্রবীণ সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী মানুষের কল্যাণে রূপায়িত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিআইবি'র সংবাদ, প্রবন্ধ ও আলোকচিত্রের ব্যাপারে সাংবাদিকদের জানান। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির সুযোগ-সুবিধা কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তুলতে পিআইবি-র তথ্য কাজে লাগানোর জন্য তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন। কর্মশিবিরে অংশগ্রহণকারী সংবাদ প্রতিনিধিরা দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে যে ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তার উল্লেখ করেন। জেলার অগ্রণী ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক শ্রী বিমল কুমার ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক কর্মসূচি, যেমন — প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী শস্য বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্প, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রভৃতি সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। শিবিরে প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

কৃষ্ণনগর পরিবেশ বন্ধু সংগঠনের সচিব মহম্মদ ইনাসুদ্দিন কৃষ্ণনগর সহ নদীয়া জেলায় পরিবেশের সুরক্ষা সহ প্লাস্টিক মুক্ত করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বিশদ জানান। জেলায় নাবার্ডের ডেপুটি ম্যানেজার ডঃ অমৃত চট্টোপাধ্যায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তার কথা জানান। শিবিরে পিআইবি কলকাতার মিডিয়া ও কম্যুনিকেশন অফিসার শ্রীজাতা সাহা সাহু ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন।

দুই বাড়ির মিলনে 'বিবাহ আনলিমিটেড'

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : হাসির ফোয়ারা নিয়ে হাজির 'বিবাহ আনলিমিটেড ' ঊ পরিচালক মিন্টু কর্মকারের হাত ধরে দুই পরিবারের বিয়ের কাহিনী নিয়ে আসতে চলেছে নতুন ছবি 'বিবাহ আনলিমিটেড' ঊ বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সে কথা জানালেন 'বিবাহ আনলিমিটেড'-র ফুল টিম। ছবির গল্প অনুযায়ী মুক্ত কলকাতায় দুটি পরিবার খাঁড়া বাড়ি ও দালাল বাড়ি ঊ দুটো করে পরিবেশ অন্যরকম দেখলে মনে হবে আকাশ-পাতাল ব্যবধানঊখাড়া বাড়ি মাথা মাদল খাঁড়া,যে তার বোন জামাইবাবু মৃত্যুর পরে নাবালক চার ভাগ্নের জন্য চিরকুমার হয়ে আছেন ঊ অন্য দিকে দালাল বাড়ির প্রধান রাখেহরি দালাল, তার বাড়ির সদস্য একমাত্র স্ত্রী আদুরী দালাল ও তার চার মেয়ে ।

স্বামীজি ও নেতাজি

প্রদীপ চক্রবর্তী

এঁদের দু'জনের মধ্যে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য। এরা কলকাতারই ছেলে। একজনের বাড়ি সিমুলিয়ায়। আরেকজনের বাড়ি এলগিন রোডে। এদের সাদৃশ্যতা রয়েছে। চেহারা ছবিতেও অনেকটাই মিল রয়ে গেছে। এরা দু'জনেই চাইছিলেন দেশমাতৃকার সেবা। তবে ধরনটা অন্য রকম ছিল। একজন গৈরিকধারী, আরেকজন সামরিক পোশাকে। একজন পাড়ি দিয়েছিলেন শিকাগোতে, কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন গোটা বিশ্বকে। তিনি স্পন্দিত করেছেন গোটা মানব সভ্যতাকে। আজও যার অনুসরণ করে থাকে সভ্য দুনিয়া। আরেকজন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে পাড়ি দিয়েদিলেন বিদেশের মাটিতে। সেখানে তিনি স্থাপন করেছিলেন সরকার।

বলছিলাম নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দের কথা। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন এক আদর্শকে। বলা চলে আদর্শের সমুদ্রে তিনি সাঁতার কাটছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি পেয়ে গেলেন স্বামী বিবেকানন্দকে অর্থাৎ তাঁর আদর্শকে। পরবর্তী সময়েই নেতাজি বলছেন, আমি যখন আদর্শের জন্য পাগল পাড়া তখনই আমার জীবনে চলে এল স্বামী বিবেকানন্দ। শুরু হয়ে গেল বিপ্লবের জন্য পথ চলা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নেতাজি আঁকড়ে ছিলেন বিবেকানন্দকে। তাইতো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু একদিন বলেছিলেন, "স্বামীজিকে বুঝতে হলে সবার আগে জানতে হবে ভগিনী নিবেদিতাকে। নিবেদিতাকে না জানলে কোনও অবস্থায় বিবেকানন্দকে জানা হবে না। বিবেকানন্দ অধরাই থেকে যাবে। নেতাজি লিখছেন "দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। বলতে বাধা নেই বা দ্বিধা নেই নেতাজির চিঠিপত্র এবং ভাষণগুলি আমাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল।" এগুলি থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম আদর্শের মূল সুর। মানব জাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি এই ছিল জীবনের আদর্শ। বিবেকানন্দ প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির সেবা করতে চেয়েছেন। এর মধ্য দিয়েই তিনি দেশেরও সেবা করেছেন। নিবেদিতা লিখেছেন "মাতৃভূমিই ছিল তাঁর আরাধ্য দেবী। দেশের এমন কোনও আন্দোলন ছিল না যা তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বল ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চন্ড্রাল ভারতবাসী আমার ভাই।" স্বামীজি বলতেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য একে একে সকলের দিন গিয়েছে এখন পালা এসেছে শূদ্রের। এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজের শুধু অবহেলাই পেয়ে এসেছেন। আর এক কদম এগিয়ে স্বামীজি বলছেন চাই শক্তি, নইলে সব বৃথা। চাই নচিকেতার মতো আত্মবিশ্বাস। নেতাজি বলেছেন বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতা উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা একটা সময় আমার ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময় বিবেকানন্দের আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং তার মধ্যে আমার অসংখ্য প্রশ্নের, জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। যে কারণে আমি বিবেকানন্দের পথকেই বেছে নিলাম। বিশ্ব ইতিহাস বলে, ১৫ বছরের নেতাজি বিবেকানন্দের আদর্শ ও বাণীতে আত্ম জাগরণ ঘটে, যে কারণে নেতাজি হয়েছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বলা বাহুল্য বিবেকানন্দের আহ্বানে শত শত যুবক ভারতমাতার পরাধীনতা দূর করতে মুক্তিযজ্ঞে যেমন আত্মবলিদান করতে এগিয়ে আসেন ঠিক তেমনি নেতাজির

আহ্বানে শত শত তরতাজা তরুন-তরুনী স্বাধীনতার সমুদ্রে ঝাপ দিয়েছেন। মাস্টারদা সূর্য সেন, হেমাচন্দ্র ঘোষ, বিনয় বাদল দীনেশ, ক্ষুদিরাম বসু, লক্ষী সাইগল, প্রীতিলতা ওয়েদ্দার, ভগৎ সিং এরা জীবন বাজী রেখেছেন দেশমাতৃতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর বইগুলিতে বার বার বলেছেন, বিবেকানন্দকে না জানলে আমার পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো না। কারণ বিবেকানন্দই আমার উদ্দীপনা, আমার আলোকবর্তিতা এবং পথ দিশারী।বিবেকানন্দের প্রভাব যে নেতাজির ওপর কত বেশি ছিল তা হেমচন্দ্র ঘোষের বক্তব্যেই স্পষ্ট। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বইতে লিখেছেন হেমচন্দ্র ঘোষের সাক্ষাৎকারের কথা।

হেমচন্দ্র ঘোষ বলছেন স্বামীজি আমাদের স্বাধীনতার মহান পুরোধা, তার প্রতিটি বক্তব্য ছিল অগ্নিঝড়া। তিনিই আমাদের উদ্দীপিত করেছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে। উল্লেখ করা যেতে পারে স্বামীজির বাংলাদেশ সফরের সময় হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর প্রতিটি ভাষণ শুনেছেন। এদের দু'জনের মধ্যেই ছিল প্রচন্ড রকমের ভারতীয় জাতীয়তাবোধ। বিদেশী কোনও চিন্তাধারা এদের প্রভাবিত করতে পারেনি। এরা শুধু লক্ষ্য পূরণে অন্যদের কাছ থেকে কিছুটা সাহায্য নিয়েছেন। বিবেকানন্দের স্বপ্নকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন নেতাজি। যার জন্মদিন আজ আমরা পালন করছি। এদের দু'জনের মধ্যে কোনও সাক্ষাৎ হয়নি। সাক্ষাৎ হওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। সুভাষ চন্দ্র ১৮৯৭তে জন্মগ্রহণ করেন যখন নরেন্দ্রনাথ শিকাগো কাঁপিয়ে বিবেকানন্দ হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হন। ১৯০২ সালে স্বামীজি দেহরক্ষা যখন করেন তখন সুভাষ চন্দ্র নেহাতই চলতে শুরু করেছেন।

ভারতীয়তত্ত্বের ভাবনায় স্বামীজি চাইতেন শান্তি এবং অহিংসার ফলে যে ক্লিবত্বের জন্ম দেয় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগ্রাম। ঠিক এই জায়গায় বা তাঁর ভাবনাকে অনুপ্রাণিত করে নেতাজিকে। আমরা অনেকেই জানি নেতাজি পর পর দু'বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সাথে মত পার্থক্যের ফলে তিনি সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। নেতাজির জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় ১৯৪০-এ তিনি গৃহবন্দী অবস্থায় অন্তর্ধান করেন এবং ১৯৪১-এ তিনি জার্মানিতে চলে যান। বার্লিন থেকে রেডিওতে সুভাষ চন্দ্রের ভাষণ স্বাধীনতা সংগ্রামের নকশা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কান্ডারী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুর ধোঁয়াশা আজও কাটেনি। কাটবে কিনা তা বলবে ভবিষ্যৎ। নেতাজির সেই উদাত্ত আহ্বান "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।" নেতাজির এই আহ্বানও আজও আমাদের শিহরিত করে। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মাইলস্টোন। সেই সাথে তিনি গঠন করেছিলেন আজাদহিন্দ সরকার। এক্ষেত্রে অবশ্য রাসবিহারী বসু তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজাদহিন্দ ফৌজের প্রথম কমান্ডার ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। এর পরই ছিলেন মহম্মদ কিয়ানী, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল প্রেম সাইগল ও কর্ণেল সওকত মালিক।

আজ ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন আমরা ঘটা করে পালন করছি। কিন্তু একবার কি আমরা তাঁর নীতি, আদর্শ, সততা অবলম্বন করতে পারছি কিনা তা কি ভাবি? তবে পরিশেষে বলা যেতে পারে বাঙালির গর্ব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী যেমন দেশের দূরাবস্থা দেখে অঝোড়ে কেঁদেছিলেন তেমনি সুভাষ চন্দ্র বসু দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে বিদেশে পাড়ি দেন।

দিল্লিতে ত্রিমুখী লড়াইয়ে আপের ভয়ের জায়গাই বিজেপির ভরসা

অপূর্ব দাস

দিল্লি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১৯৯১-এ সংবিধানের ৬৯ তম সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষ জাতীয় রাজধানী অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যার পৃথক বিধানসভা থাকবে কিন্তু পুলিশি দক্ষতা থাকবে কেন্দ্রে হাতে। সেই নিরিখে দিল্লির চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে বিধানসভা ভোটে। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস, আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ভিআইপি কালচারে মোড়া পুরোপুরি মেট্রোপলিটন শহরের ১.৩৭ কোটি ভোটের কোন দলকে আগামী পাঁচ বছর শাসনের জন্য বেছে নেবে তা নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। ছোট্ট এলাকা, ৭০টি বিধাসভার কেন্দ্রে মধ্যে কয়েকটিতে শহরতলি রয়েছে, উন্নয়নের দিক থেকে নগররায়নের ছাপ সর্বত্র বিদ্যমান। সেদিক থেকে নাগরিক ইস্যুভিত্তিক সুযোগসুবিধাই ভোটারদের কাছে সর্বাধিক বিবেচিত হয়ে উঠবে আসন্ন নির্বাচনে। আবার এর উল্টোদিকও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। সামগ্রিকভাবে দিল্লির মানুষের আর্থিক অবস্থা অন্য শহরের তুলনায় অনেকটাই শক্তপোক্ত হওয়ায় স্থানীয় উন্নয়ন ইস্যুর চেয়ে ভোটের বাজারে গুরুত্ব পাবে রাজনীতি ও আদর্শ। ভোটারদের কাছে পরিবেশ দূষণ, পরিস্রুত জল ও যানজট সমস্যাও ইস্যু হতে পারে। দেশের ৩৩টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দিল্লি দ্বিতীয় স্থানে। প্রথম গোয়া। দিল্লি রাজধানী হওয়ার দৌলতে সংবাদমাধ্যমেও প্রচারে সমধিক গুরুত্ব পায়। সেই রাজ্যে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্যে আপ দলের প্রদান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস। সবদিক থেকেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলনায় দুই দলই শক্তিশালী এবং তাদের কাছে সামাজিক আন্দোলন তেকে উদ্ভূত আম আদামি পার্টিকে দুধের শিশু বলা চলে। আপকে মানুষ ক্ষমতায় বসার সুযোগও করে দেয় পরিচ্ছন্ন সুশাসন দিতে পারবে এই আশ্বাস দেওয়ায়। দেখা গেছে শুধু দিল্লি নয়, বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভার ভোটে স্থানীয় দলের রমরমার কারণ মানুষ নিজেদের দৈননিদন জীবনের সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব দেয় আঞ্চলিক দলকে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে কেজরিওয়ালের সুশাসন দিতে পারলেন কিনা তার পরখ হতে চলেছে। দু'টি প্রাক ভোট সমীক্ষা রিপোর্টে কেজরিওয়ালকে এগিয়ে রাখলেও তিনি পক্ষ কমবেশি লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছে। ১১ তারিখে জানা যাবে ভোটাররা কাকে বাছলেন

আরকাকে বিসর্জন দিলেন। দিল্লির লড়াই হচ্ছে ত্রিমুখী। বেশির ভাগ ভোটে এখন ত্রিমুখী লড়াইয়ের প্রবণতাই বেশি দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের দিকে আপ হাত ধরার বার্তা দেয় লোকসভা কিন্তু মনস্কামনা সিদ্ধ হয়নি। অস্তিত্ব সংকট, ভোট সমীকরণ সহ নানা বিষয় মাথাচাড়া দেওয়ায় দূরত্ব আর ঘোচেনি। সেই অঙ্ক শাসক দল আপকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস। দিল্লি ছাড়া কোথাও ক্ষমতায় নেই আপ। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দের আশা তিনি এবারেও জিতবেন কাজের নমুনা দেখিয়ে। আচ্ছে বিতে পাঁচ সাল, লাগে রহো কেজরিওয়াল এই স্লোগানকে সামনে রেখে ফের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে এক দশক বয়সের আম আদমি পার্টি। বলিউডের সুরকার বিশাল দাদলানির সুর দেওয়া এই কথাগুলো প্রচারের বাণী করে বিজেপি ও কংগ্রেসের মোকাবিলায় নেমেছে আপ। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল প্রায় তিন মিনিটের গান ভোটারদের কর্ণকুহর দিয়ে ঢুকিয়ে মগজে গেঁছে দিতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর বাড়া ভাতে জল ঢালতে কোমর বেঁধে নেমেছে কংগ্রেস ও গেরুয়া শিবির। বিজেপির ভোটের হার ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে প্রস্তুত হচ্ছে অনেকদিন থেকেই। দিল্লির বিভিন্ন জবরদখল কলোনিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়ে বিজেপি প্রস্তাব পাশ করেছে সংসদে। দিল্লির অবৈধ কলোনির ৫০ লক্ষ মানুষের আশীর্বাদ পাবে বলে আশা করছে বিজেপি। ১৯৯৮ সালের পর বিজেপি দিল্লি রাজ্যের দখল নিতে পারেনি। এবারে ভাগ্যের শিকেটা ছিড়বে বলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজপথে জনপথে।

আপের উত্থানের আগে শীলা দীক্ষিতের নেতৃত্বের পর পর তিনবার ক্ষমতায় আসীন ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস লড়াইয়ে রয়েছে এই আশায় যে, লোকসভা ভোটে বেশি মানুষের সমর্থনে সে দ্বিতীয় স্থানে উছেঠে, সেক্ষেত্রে ক্ষমতায় থেকেও আপ ১৮ শতাংশ পেয়ে তিন নম্বরে থাকে। ভোটের হার বৃদ্ধি কংগ্রেসের মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও কংগ্রেসের ঘরে বিস্তার মনোমালিন্যের মেঘ জমে উঠেছে। অজয় মাকেনের মতো দিল্লির মাটি আঁকড়ে থাকা নেতা সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ না শুনে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বলে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছেড়। অনেক প্রবীণ নেতা বসে গেছেন। তাই কংগ্রেসের অতি বড় মিত্রও আশা করে না যে তারা অঘটন ঘটাতে পারে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উত্থান সামাজিক আন্দোলনের মঞ্চ থেকে। দলের প্রসার ঘটাতে দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। রাজধনীতে আন্না হাজারের লোকপাল বিল নিয়ে আন্দোলনের পাশে থেকেক্ষমতার অলিন্দে পা রেখে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপ্তির চেষ্টা করেও আপের দিল্লি ছাড়া পাঞ্জাবে কোনওমতে টিকে আছে। একমাত্র দিল্লির মতো জায়গায় থাকার সুবাদে প্রচারের আলোয় থাকার বাড়তি সুবিধা পান প্রাক্তন এই সরকারি আমলা। গরিষ্ঠতার অভাবে প্রথমবার ক্ষমতায় বেশিদিন টিকতে না পারলেও ২০১৫-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ৭০-এর মধ্যে ৬৭ আসন দখল নেয় আপ। বাকি তিনটি পায় বিজেপি। ভোট শতাংশ আপের ঝুলিতে পড়ে ৫৪.৩ শতাংশ। এরপরই বিজেপি ৩২.৩ শতাংশ আর কংগ্রেস তো জোড়া সংখ্যাই ছুঁতে পারেনি, প্রায় ৯.৭ শতাংশ ভোট। অথচ বিগত লোকসভা ভোটে ছবিটাই আমূল পাল্টে যেতেই তা টনিকের কাজ করেছে কংগ্রেসে। আপ এক নম্বর থেকে নেমে যায় তৃতীয় স্থানে। কেজরিওয়ালের কপালে ভাঁজ ফেলেছে এই ধস। যদিও তারা স্বস্তি খুঁজতে চেয়েছে এই বলে, যে ভোটারদের কাছে আপের গুরুত্ব না পাওয়ার কারণে, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে মানুষের মোদির নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করায় বিজেপি কামাল করেছে । বিধাসভা ভোটে তার পুনরাবৃত্তি হবে না কারণ কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ড ভোটেও মোদি ঝড় থেমে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে। তিন রাজ্যে বিজেপি জাতীয় নিরাপত্তা ও মোদির নেতৃত্বদানকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামে এবং মুখ্যমন্ত্রী নামও ঘোষণা করে ধাক্কা খেয়েছে, তাই দিল্লিতে সেই ভুলটা করছে না বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কারওর নাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে দলের মুখ হিসেবে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে মোদিই থাকছেন দলের প্রচারের অভিমুখ। বিজেপির কোর কমিটি ঠিক করেছে, কেজরিওয়াল সরকার গুড গভর্নন্যান্সের জন্য কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করারয় তার বিরুদ্ধে পাল্টা মোদির প্রশাসনিক স্বচ্ছাত ও জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগানোই মোক্ষম অস্ত্র হবে। আবার মোদিকে অতি ব্যবহারও না করে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশলও নেবে দল। এটা ঠিকই যে দিল্লিতে মোদির প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট, লোকসভা নির্বাচনে তারই প্রতিফলন ঘটে। কেজরিওয়ালও বিপক্ষের চাল দেখে সরাসরি মোদির সমালোচনা বা নাগরিকত্ব আইন ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে আসর সরগরম করেননি। কেজরিওয়ালও কৌশলের পথ নিয়ে তাঁর সরকারের কাজের ফিরিস্তি দিয়েছেন সবিস্তারে। মানুষের জন্য বাড়ির কাছে রেশনের মালপত্র পৌঁছনোর ব্যবস্থা, সস্তায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল, স্কুলের ফি না বাড়ানো, বাসে মেয়েদের বিনা পয়সায় ভ্রমণ, মহল্লার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় দিল্লি ভোটাররা তাঁকে ঢেলে ভোট দেবেন বলেআপ কর্মীদের আশা। রাজ্যের সরকারি পরিসংখ্যানের দাবি, অন্য রাজ্য যেখানে গড়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানুষের পরিষেবা খাতে ব্যয় করে দিল্লি করেছে ৪০ শতাংশ।

দিল্লিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি বিরোধী বিক্ষোভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তির ঘটনাকেত ইস্যু করতে চাইছে আপ ও কংগ্রেস কেজরিওয়াল সরাসরি মোদির সমালোচনা করা তেকে নিরস্ত থাকলেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে যাচ্ছেন। তাঁর সরকার সিএএ আইন বলবৎ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। ভোটে বিশেষ করে মুসলিম ভোটারদের কাছে টানতে পারবে বলে মনে করছে আপ। বোটে জাতপাতের ব্যাপারও কাজ করে।

দিল্লির বিপুল বস্তিবাসী ছাড়াও রয়েছে পাঞ্জাবি, পূর্বাঞ্চলীয় মানুষজন, বেনিয়া, মুসলিম সম্প্রদায়। মুসলিমদের আধিপত্য রয়েছে পাঁচটি কেন্দ্রে। এছাড়া আরও ৮/১০টি কেন্দ্রে তাদের ভোট জয়ের চাবিকাঠি হতে পারে। বস্তিবাসীদের মধ্যে তিন দলেরই কমবেশি প্রভাব রয়েছে। ভোটবাক্সে তারা ম্যাজিক দেখাতে পারে। রাজধানীর ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম প্রতিপক্ষ হল কংগ্রেস , যে দলএখনও লোকসভা ভোটর ধাক্কায় বেহাল দিশাহীন এক জাহাজের মতো টালমাতাল হয়ে চলেছে। দিল্লির এক সময়ের দাপুটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের প্রয়াণের পর দিল্লি কংগ্রেস প্রকৃতই কান্ডারিহীন। টিকিটের দাবিতে দলে বিক্ষোভ যেন চিরাচরিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলন চলবে না হুঁশিয়ারি শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের, পড়ুয়াদের হস্টেল ফি দেবে সরকার, ঘোষণা

গুয়াহাটি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে কোনও ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সরকারি কর্মচারীরা। হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বুধবার স্থানীয় শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের মাধবদেব আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রাজ্যের কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকে এই সতর্কবার্তা দিয়ে রাজ্যের কলেজ পড়ুয়াদের জন্য গুচ্ছ আর্থিক প্রকল্প ঘোষণা করেছেন।

বৈঠক শেষে বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এই তথ্য দিয়ে জানান, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল মাশুল রেহাই সম্পর্কে অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তিনি। সে অনুসারে জ্ঞানদীপিকা প্রকল্পের অধীনে মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মাসপ্রতি ৭০০ টাকা হিসেবে ১০ মাসের জন্য ৭,০০০ টাকা দেওয়া হবে।

আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির আগে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা করা হবে। তবে আপাতত ৭০০ টাকা করে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে এর পরিমাণ বাড়িয়ে ১,৪০০ টাকায় বাড়ানো হবে বলেও জানান নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের অধীনে ২০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী।

এদিকে, শিক্ষকরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন সম্পর্কে মত ব্যক্ত করতে গিয়ে হিমন্তবিশ্ব বলেন, শিক্ষকরা যদি রবিবার বা বন্ধবারে আন্দোলনে অংশ নেন তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বা তাঁদের বেতন কাটা হবে না। কবে ক্লাসের ক্ষতি করে আন্দোলনে গেলে বেতন কাটা হবে। তিনি বলেন, 'ক্লাসের ক্ষতি না করে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে যত খুশি আন্দোলন করুন, আমার বলার কিছু নেই। এ ব্যাপারে একনায়কত্ব খাটাতে যাব না।' একইভাবে সরকারি আধিকারিক, কর্মচারীরাও কর্মদিবসের দিন বা সময় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন, এখনও উচ্চতম আদালত থেকে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন সম্পর্কে কিছুই নির্দেশনা আসেনি। তবে আদালত যে রায়ই দিক, তা মাথা পেতে নেবেন, তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুম্বই ২৪ ঘণ্টা প্রস্তাবে সিলমোহর মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার, ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, রেস্তোরাঁ

মুম্বাই, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : বাণিজ্যনগরী মুম্বইতে এবার থেকে ২৪ ঘণ্টায় খোলা থাকবে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, দোকান, রেস্তোরাঁ। ইচ্ছে হলেই গভীর রাতে শপিং করা যাবে। মাল্টিপ্লেক্সে দেখা যাবে সিনেমাও। এমনকি গভীর রাতে খিদে পেলেও পাওয়া যাবে খাবার। খোলা থাকবে নামিদামি প্রায় সব রেস্তোরাঁই।

বুধবার 'মুম্বই ২৪ ঘণ্টা' প্রস্তাবে সিলমোহর দিয়েছে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা। মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছে বাণিজ্যনগরী। আর্থিক বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখেই আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে সারারাত মুম্বইতে খোলা থাকবে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, রেস্তোরাঁ, বিভিন্ন দোকান।

এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের পর্যটন মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে জানিয়েছেন, রাতে শপিংমল, মাল্টিপ্লেক্স, দোকান খোলা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তাঁর কথায়, কোনও ব্যবসায়ী যদি মনে করেন যে রাতভর দোকান খলা রাখলে তাঁর ব্যবসার পরিমাণ ভাল হবে তাহলে তিনি দোকান খোলা রাখতে পারবেন। তিনি আরও বলেছেন, "২৪ ঘণ্টাই কাজ চলে মুম্বইতে।

এ শহর কখনও থেমে থাকে না। অনেকেই আছেন নাইট শিফটে চাকরি করেন। তাঁদে হঠাৎ খিদে পেলে এতদিন অনেক অসুবিধে হত। দোকান খোলা তাকলে এইসব নিত্যদিনের ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও মিটবে।" প্রাথমিক ভাবে মুম্বইয়ের নন-রেসিডেন্সিয়াল এলাকাতেই দোকানপাট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদিত্য জানিয়েছেন, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে, নরিম্যান পয়েন্টের মতো নন-রেসিডেন্সিয়াল এলাকাতে রাতে খোলা থাকবে দোকানপাট। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে আর্থিক বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবেও বলেও আশাবাদী আদিত্য। তবে পানশালার ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকরী হবে না। রাত দেড়টার মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত বার, ডিস্ক, পাব বন্ধ করতে হবে।

সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি, দাবি রাজনাথের

মেরঠ, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : সিএএ, এনপিআর, এনআরসি নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। অযথা মুসলমানদের দেশছাড়া করার ভয় দেখান হচ্ছে। যা মোটেও সত্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। দেশের কোনও মুসলমানদের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কারও নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

বুধবার উত্তরপ্রদেশের মেরঠের জন জাগরণ জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, এনআরসিকে বিজেপি নিয়ে আসেনি। স্বাধীনতার পর থেকেই বিষয়টি চর্চার মধ্যে ছিল। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেছিলেন রাজীব গান্ধী। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র। সেখানে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি, খ্রিষ্টানদের উপর নিপীড়ন হচ্ছে। মুসলমানদের উপর হচ্ছে না। সেই কারণে সিএএ একান্ত ভাবে জরুরি। ধর্মের কারণে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে সকল সংখ্যালঘু মানুষ নিপীড়িত হয়ে চলেছে, তাদের সিংহভাগ দলিত। সেই সকল নিপীড়িতদের নাগরিকত্ব দেওয়াটা ভারতের কর্তব্য।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, তুড়ি মেরে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করে দিয়েছে কেন্দ্র। এখন জম্মু ও কাশ্মীরে বিপুল পরিমাণে উন্নয়ন হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উন্নতিসাধন করার কাজ চলছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত।

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

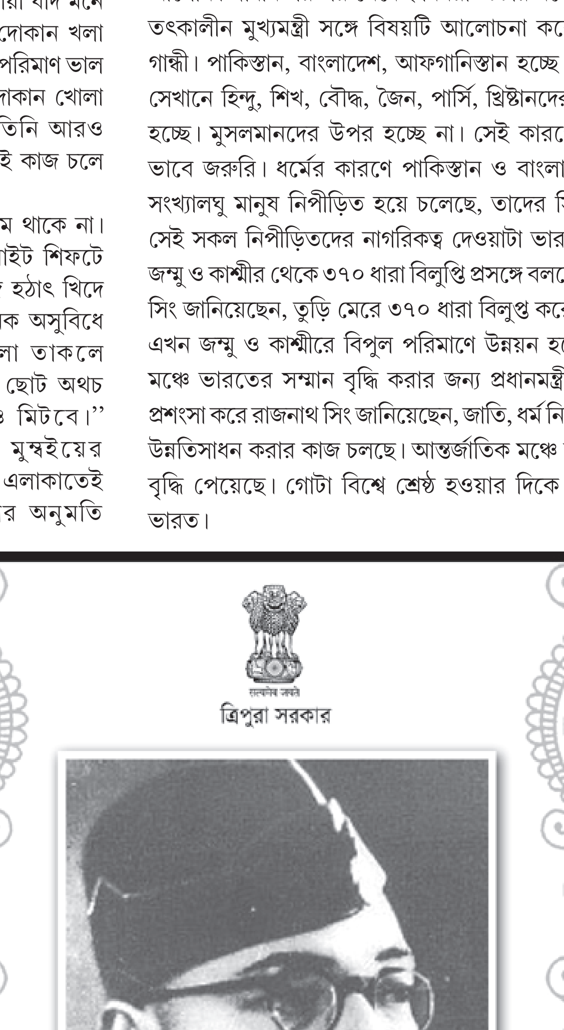

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর
১২৪ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি
২৩ শে জানুয়ারি, ২০২০
ত্রিপুরা সরকার
ICA/D-1595/2019-20

পাহাড়ের মানুষ সিএএ ও এনআরসি চায়না : মমতা

দার্জিলিং, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): পাহাড়ের মানুষ সিএএ ও এনআরসি চায় না ঊ দার্জিলিং জেলা সফরের তৃতীয় দিনে বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় এনআরসি, সিএএ ও এনপিআরের বিরুদ্ধে দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। এরপর সেখানে একটি জনসভা করেন ঊ এদিন সেই জনসভা থেকেই কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাহাড় চায় না সিএএ, এনআরসি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।অমিত শাহের প্রশ্নের জবাবে বুধবার দার্জিলিং-এর চকবাজারের সভা থেকে এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী এদিন সমাবেশ থেকে স্লোগন দেন, দার্জিলিং ভাগ নয়, গোর্খা ভাগ নয়, হিন্দু ভাগ নয়, মুসলিম ভাগ নয়।

মুখ্যমন্ত্রী ফের জানিয়ে দেন, তিনি রাজ্যে এনআরসি-সিএএ-এনআরপি কোনওটাই হতে দেবেন না।তিনি বলেন, এনপিআরের নামে আসলে "এক মারাত্মক খেলা" চলছে দেশ জুড়ে।তিনি এমন দাবিও করেন যে, এনপিআর আসলে এনআরসি-র প্রথম ধাপ।অসমের এনআরসি থেকে কেন ১ লক্ষ গোর্খার নাম বাদ, চকবাজারের সমাবেশ থেকে বিজেপির উদ্দেশে প্রশ্ন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে নেপালি ভাষাতেও কথা বলতে শোনা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ভোটের সময় এলেই কেবল তাদের গোর্খাল্যান্ডের কথা মনে পড়ে। ভোটের আগে তারা আসে, আর টাকা দিয়ে পালিয়ে যায়। অন্যসময় উন্নয়নমূলক কাজে তাদের দেখা পাওয়া যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মমতা বলেন, পাহাড়ে বিভেদ নয়, সবাই সেখানে একসঙ্গে আছে। সিএএ, এনআরসি নিয়ে বিরোধিতা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন করেন অসমের এনআরসি থেকে কেন বাদ দেওয়া হল ১ লক্ষ গোর্খার নাম। তিনি বলেন, বিজেপির হঠাৎ মনে হল দেশে নতুন নাগরিক করতে হবে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যদি এনপিআরের ফর্মে কোনও ব্যক্তির বাবা-মায়ের জন্ম সংক্রান্ত বিবরণ যদি বাধ্যতামূলক না-ই হয় তবে সেগুলি ফর্মের একটি অংশে রয়েছে কেন? এই প্রশ্নগুলো তো আগে বাদ দেওয়া উচিত। যদি ওঁরা এখন নতুন করে ফর্ম প্রকাশ করে তাহলে সেই ফর্ম থেকে বাবা-মায়ের জন্মের বিবরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি বাদ দিতে হবে। আর যদি ওঁরা তা না করে তাহলে বুঝতে হবে এর পিছনে অন্য কারণ আছে, তাই এই বিষয়টি নিয়ে মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষের কাছে মা-বাবার নথি চাইছেন। নিজে দেখাতে পারবেন সেই নথি ? প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করে বলেন, দেশের অর্থনীতির বেহাল দশা। অর্থনীতির বেহাল দশা লুকোতেই সিএএ, এনআরসি আনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। আর এই নিয়ে বিরোধ করলেই সবার গায়ে পাকিস্তানের ছাপ মেরে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ অথচ ওরাই সারাদিন পাকিস্তানের কথা বলে, এজেন্সিকে পিছনে লাগিয়ে দেয়। মারধর করে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, নয়াদিল্লিতে এনপিআর-এর বৈঠকে সবাই ভয় পয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই ওই বৈঠকে যায়নি বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপির মুখে দুই কথা। এরা সকালে এক কথা বলে তো, বিকেলে এক কথা বলে বলেও মন্তব্য করেন মমতা।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

জলাধার ভেঙে পড়ার সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্ক খুঁজছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বাঁকুড়ায় জলাধার ভেঙে পড়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দুর্নীতির সম্পর্ক খুঁজছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউঊ তৈরীর দু'বছরের মাথাতেই এত বড় একটা কাঠামো কিভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, তার কুল কিনারা করতে পারছেন না কেউইঊ

দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতি হিসেবে সুনামের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করেছেন অলোক সরকারঊ বুধবার তিনি 'হিন্দুস্তান সমাচার-কে বলেন, "এভাবে কোনও জলাধার ভেঙে পড়ার কথা জীবনে শুনিনিঊ এখানে ধূলাগড়ে আমি পুরনো জলাধার ভেঙে দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিঊ কিন্তু এত খরচ করে তৈরি নতুন জলাধার কিভাবে ভেঙে পড়ল, ফরেনসিক পরীক্ষা না করালে সেই সিদ্ধান্তে আসা যাবে নাঊ তবে, এখানে তদন্ত বা পরীক্ষা হলেও আসল সত্যটা বার হবে কিনা সন্দেহঊ কারণ সীমাহীন দুর্নীতি এখানকার মানুষের জীবনের মূল্য বা গুরুত্ব দেয় নাঊ পশ্চিমী দেশগুলিতে জনগণের জীবনের নিরাপত্তার সঙ্গে কখনও আপোষের প্রশ্ন ওঠে নাঊ উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতারা এখানকার মত সমঝোতার কথা ভাবতে পারেন নাঊ"

অলোকবাবু বলেন, "এ রকম একটা কাঠামো সরঞ্জাম, নির্মাণশৈলী এবং নকশার একটাতে একটু খামতি থাকলে কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকতঊ কিন্তু সম্মিলিত গুণগতমান যথেষ্ট দুর্বল হওয়াতেই জলাধারের ওজন আর ধরে রাখতে পারল না স্তম্ভটিঊ এটার নির্মাণব্যয় শুধু নয়, কত জলের অপচয় হল এবং এলাকার বাসিন্দাদের যে সীমাহীন দুর্ভোগ তার মূল্যায়ন করবেন কে? দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, এই দুর্ঘটনা তার একটা নিদর্শনঊ"

স্থাপত্যবিদ্যার অভিজ্ঞ অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাসও একই রকম সংশয় প্রকাশ করেছেনঊ তাঁর বক্তব্য, জলাধারের নির্মাণ সামগ্রী যথেষ্ট ভাল ছিল কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছেঊ শহর থেকে জেলায় বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থাকে স্থানীয় রাজনৈতিক সিন্ডিকেটের কাছে নানা সময় মাথা নত করতে হচ্ছেঊ কাটমানির ফলে নির্মাতারা অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ সরঞ্জামের গুণগত মানের সঙ্গে আপস করছেনঊ এটা তো কোনও দুরূহ কাজ নয়, সাধারণ জলের ট্যাঙ্ক! কেন তাহলে নির্মাণকাজের সময় এটির তদারকি হয় নি? এই সরকারি কাজে যে সব আধিকারিক তদারকির দায়িত্বে ছিলেন, কেন তাঁদের এখনই দায়বদ্ধ করা হবে না?

এ ব্যাপারে জলসম্পদ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রর প্রতিক্রিয়া চাইলে তিনি বলেন, "বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঊ আমি ইঞ্জিনিয়ার নইঊ এটি একটি দুঘটনাঊ কেন, কিভাবে হল, তা বলতে পারব নাঊ তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবেঊ" এলাকায় জল সরবরাহের জন্য পরিবর্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

আচমকাই ভেঙে পড়ল জলের ট্যাঙ্ক, আতঙ্ক সারেঙ্গায়

বাঁকুড়া, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : আচমকায় আস্ত জলের ট্যাঙ্ক হূড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো প্রকাশ্য দিবালোকে।চোখের সামনে এভাবে বিরাট আকারের জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়তে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন সন্নিহিত এলাকার বাসিন্দারা।আজ দুপুর তিনটে নাগাদ সারেঙ্গার ফতেডাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই

মাত্র দুবছর আগে তৈরি এই ট্যাঙ্কটি এভাবে ভেঙে পড়তে পারে বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না ফতেডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা।স্থানীয় বাসিন্দা বাবুলাল সরেন বলেন প্রথমে দুচারটি চাঙ্গর ভেঙে পড়েছে বলে খবর পাই, তারপর দেখি ফাটল, তার কিছু ক্ষণের মধ্যে ই বিশাল আওয়াজ করে হুড়হূড় করে ভেঙে পড়লো, সেই সময় জলে ভর্তি থাকায় সারা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণের কারনে এই ঘটনা বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজ্য সরকারের পি এইচ ই বিভাগের তৈরি এই ট্যাঙ্ক থেকে ফতেডাঙ্গা সহ শাকারিয়া, সীতারামপুর, ডাঙ্গরপাড়া, আজ্ঞা, নেকড়াডাঙ্গা, গড়গডিয়া, জামিরাপাড়া নিবরা প্রভৃতি গ্রামে জল সরবরাহ হোত, এই ঘটনায় ওই সব এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের

দুবরাজপুর, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : মাঝরাতে জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনার কবলে পরে মৃত্যু হল এক যুবকের। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মধ্যরাতে খয়রাশোল থানার অন্তর্গত ভীমগড় এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। ওই যুবক দুবরাজপুর থেকে পান্ডবেশ্বরের দিকে যাওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই যুবককে উদ্ধার করে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে খয়রাশোল থানার

ছয়ের পাতায়

সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদে দার্জিলিংয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দার্জিলিং, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি(এনআরসি)-র প্রতিবাদে এবার দার্জিলিংয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দার্জিলিংয়ের ভানুভবন থেকে মিছিল শুরু হয়। নেহরু রোড ধরে পদযাত্রা সোজা কাকঝোরায় যায়। সেখান থেকে পদযাত্রা ফিরে আসে দার্জিলিংয়ের মোটর স্ট্যান্ড চাকবাজারে।এদিনের মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত ঊ

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি(এনআরসি)-র প্রতিবাদে মাসখানেক কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে সোমবার উত্তরবঙ্গে হাজির হয়েছেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গ সফরের তৃতীয় দিনে বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে আরতি করেন তিনি। কথা বলেন পুরোহিত-সহ মন্দিরে উপস্থিত মানুষদের সঙ্গে। এরপর সিএএ—এর বিরোধিতা করে পাহাড়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তিনি। আজ নেত্রীর মিছিল শুরু হয় দার্জিলিং ম্যালের কাছে ভানুভক্তের মূর্তির সামনে থেকে। মিছিল শেষ হয় চকবাজার মোটর স্ট্যান্ডে।

এদিন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পাহাড়ী পথের মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটলেন তৃণমূল কংগ্রেস, বিনয় তামাংদের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, পাহাড়ের ১৬টি জনজাতি উন্নয়ন বোর্ডের সমর্থকেরা।

মিছিলের সঙ্গে ছিলেন মোর্চা প্রধান বিনয় তামাং ও অনিত থাপা। তাঁরা তাঁদের জনজাতির পোশাক পরে, বাদ্যযন্ত্র হাতে মিছিলে হাঁটেন। কলকাতার রাজপথ কখনও শঙ্খ বাজিয়ে আবার কখনও গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে হেঁটেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর আজ দার্জিলিংয়ে এনআরসির প্রতিবাদে খঞ্জনি বাজিয়ে প্রতিবাদে পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিমগঞ্জের সীমান্তে বিএসএফ-এর হাতে বাজেয়াপ্ত বিদেশি মদের কার্টুন

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলা সদরের লক্ষ্মীবাজারে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফ-এর ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা শাখার জওয়ানরা বহু বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন।

জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের জওয়ানরা চার কার্টুন বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে পাচারকারীরা মদ পাচার করবে খবরের ভিত্তিতে বিএসএফ জওয়ানরা সংশ্লিষ্ট জায়গার খানিক দূরে ওৎ পেতে বসেছিলেন। এক সময় পাচারকারীরা কাঁটাতারের বেড়া টপকে মদের কার্টুন হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করে। তখন বিএসএফ-এর জওয়ানরা সেখানে ছুটে গেলে চোরাকারবারিরা মদের কার্টুন ফেলে তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

চোরাকারবারীরা লক্ষ্মীবাজার সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নেশা জাতীয় দ্রব্য অবৈধ ভাবে ওপারে পাচার করে আসছে। বিএসএফ জওয়ানদের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চোরাকারবারীরা কীভাবে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, এমন অভিযোগ বরাবরই সীমান্ত রক্ষীদের বিরুদ্ধে উঠতে থাকে। তবে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীও যে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই, তা অবশ্য তাঁদের ইদানীং কালের বেশ কয়েকটি সাফল্যে প্রমাণিত হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত মদের কার্টুনগুলি শুল্ক দফতরে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানানো হয়েছে।

চিনা ভাইরাস মোকাবিলায় বেলেঘাটা আইডিতে বিশেষ ওয়ার্ড

কলকাতা,২২ জানুয়ারি (হি.স.): চিনা ভাইরাস বা করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় উদ্যোগ নিল কলকাতাও ঊ

এবার আলাদা ওয়ার্ড খোলা হল বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে। ইতিমধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে চিনা ভাইরাস নিয়ে ঊ এবার এই ভাইরাস নিয়ে সাবধান হল স্বাস্থ্য দফতরওঊ

চিন থেকে যাঁরা এ দেশে আসছেন বিভিন্ন বিমানবন্দরে আগে তাঁদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হচ্ছে।

তবে এ দেশে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে আক্রান্তদেরঊ এই পরিস্থিতিতে বেলেঘাটা আইডিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড খোলা হয়েছেঊ বাড়ানো হয়েছে শয্যাসংখ্যাওঊ নিয়োগ করা হয়েছে অতিরিক্ত চিকিৎসক ও নার্স।

কোনও রোগীকে পাওয়া গেলেই তাকে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা হবে এখানেইঊ

চিকিৎসকদের কথায়, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর প্রথমে সর্দি, কাশি হয়।

তার সঙ্গে প্রবল জ্বরঊ

এছাড়াও শ্বাসকষ্ট হতে থাকে রোগীরঊ সেই সময় রক্তপরীক্ষা করালে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা বোঝা সম্ভব। প্রথম পর্যায়ে যদিও করোনা ভাইরাসে যে কোনও রোগী আক্রান্ত হয়েছেন তা বুঝতে সময় লাগে চিকিৎসকদেরও

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন "এ" বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে

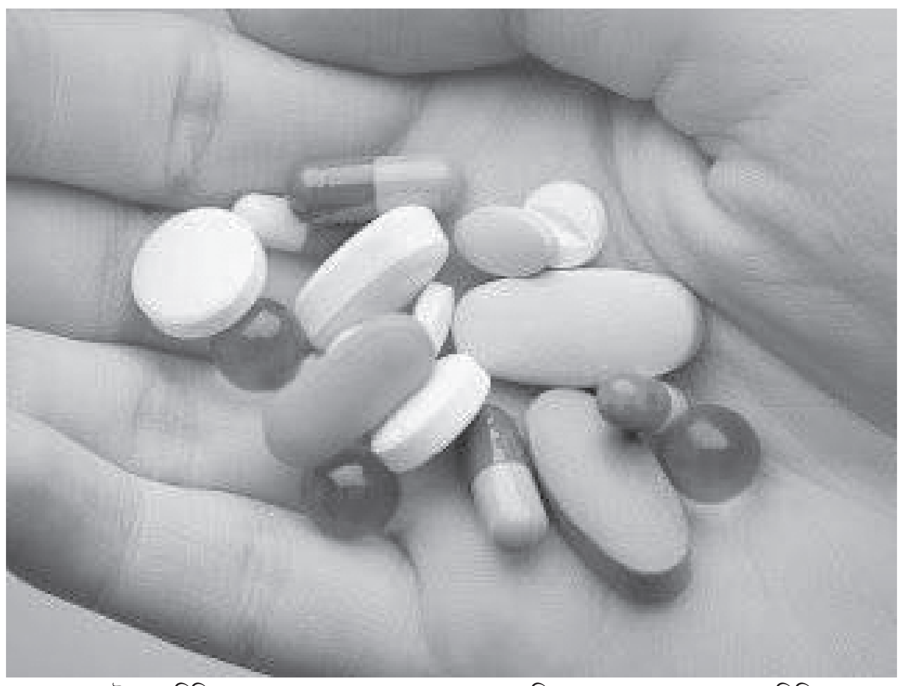

হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে থেকে ওষুধের কোনো মাত্রাই পরিবর্তন করবেন না।৩. অনেকে একবার চিকিতসকের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বার বার সেটা দেখিয়ে ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যে ওষুধ যতদিন খেতে বলা হয়েছে, ততদিনই খাওয়া যাবে। আবার সেই একই অসুখ হলেও ঐ ওষুধ কাজ নাও করতে পারে।৪. সামান্য রোগে উতলা হয়ে ব্যথা বা যন্ত্রণা কমাতে ওষুধ খেয়ে নেবেন না। আর রোগ সেরে গেছে ভেবে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যাবে না। সুস্থ হয়ে গেলেও ওষুধের পুরো কোর্স সম্পন্ন করতে হবে। কোনো সমস্যা হলে চিকিতসকের পরামর্শ নিন।৫. একই সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিক বা অন্যান্য পদ্ধতির চিকিতসা চললে তা চিকিতসককে অবশ্যই জানাবেন। আর যে ওষুধ যেভাবে সংরক্ষণ করতে বলা হবে, সেভাবেই করবেন। ফ্রিজে বা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা উল্লেখ করে দিলে সেভাবেই রাখবেন।৬. ফার্মেসিতে অনেক সময় প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য কোম্পানি বা একই ধরনের ওষুধ দিয়ে দেন। এটা কখনই মেনে নেবেন না। চিকিতসক যা দেবে, আপনি সেটাই কিনবেন।

ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার নানান চেষ্টা। কারণ অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি যে হার্ট সমস্যা, ব্লাড সুগার, হাইপারটেনশনসহ নানা সমস্যার মূল কারণ তা আজ কারো অজানা নয়। একারণেই আজ অনেকেই ব্যায়াম, ডায়েট কন্টোলসহ নানা নিয়ম পালন করছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব কিছুই কাজে আসছে না। এর কারণ ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে পারলে ওজন কমানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যায়াম করলেই ওজন কমে, ডায়েটের দরকার নেই: অনেকে ভাবেন শুধু ব্যায়াম করলেই ওজন কমানো সম্ভব। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরালে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। খুবই ভুল ধারণা। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো জিমে এক ঘণ্টা ব্যায়াম (নির্ভর করবে কী ধরনের ব্যায়াম করছেন তার ওপর) করে ১০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি বার্ন করলেন। কিন্তু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক বা একটা বার্গার খেলে আপনার শরীরে জমা হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি। অঙ্কটা কী এবার বুঝতে পারছেন? কাজেই শুধু জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে কোনো লাভ হবে না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে হেলদি ডায়েট। ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মত পেশীবহুল শরীর হয়: এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। অনেক মেয়েই জিমে গিয়ে ওয়েট ট্রেনিং এর জন্য "না" করে দেন এই ভেবে যে, ওয়েট ট্রেনিং করলে চেহারা ও বডি ছেলেদের মত মাসকুলার হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকমত ওয়েট ট্রেনিং করলে কখোনোই বডি মাসকুলার হবে না। কারণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের অভাব। বরং বডি টোনিংয়ের জন্য ওয়েট ট্রেনিং একান্ত জরুরি। বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এবং মোটা হয়: বেশি বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এমন ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনেকেই জল খাওয়া কমিয়ে দেন। এমনটা করবেন না। বরং শরীরের বিপাক ক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য জল অতি জরুরি। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১২ গ্লাস পানি অবশ্যই খেতে হবে। কলা খেলে মোটা হয়: একথাটা প্রায়ই শোনা যায়। অন্যান্য সব ফল খেলেও মোটা হবার ভয়ে কলা থেকে অনেকেই শত হাত দূরে থাকেন। কিন্তু কলায় থাকা মিনারেল, পটাশিয়াম আর ভিটামিন আমাদের দেহের জন্য অনেক উপকারী। একটা কলায় থাকে ৮০ থেকে ১২০ ক্যালরি। যেখানে চিপস, ভাজাপোড়া বা এক পিস সন্দেশে অনেক বেশি ক্যালরি থাকে। কাজেই সন্ধ্যাবেলা হঠাত ক্ষিদে পেলে এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার না খেয়ে একটা কলা খেতে পারেন। পেটও ভরবে, অনেক পুষ্টিও পাবেন। শুধু মর্নিং ওয়াক করলেই ওজন কমে: মর্নিং ওয়াক শরীর ও মনের জন্য খুবই ভালো। এটি হার্ট, ব্রেন ভালো রাখে। বয়স্ক মানুষ যাদের জন্য ভারী ব্যায়াম করা সম্ভব নয় তাদের জন্য মর্নিং ওয়াকের বিক্ল আর কিছু হতেই পারে না। কিন্তু আপনি যদি ওজন কমাতে চান এবং বডি টোনিং করতে চান তবে শুধু মর্নিং ওয়াকে কোনো কাজ হবে না। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে সঠিক ব্যায়াম রুটিন এবং যথাযথ খাদ্যাভ্যাস। সাজগোজ.কম।

১২০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক চাইলেন অক্ষয়, চক্ষু চড়কগাছ পরিচালকের

বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অভিনেতার মধ্যে চতুর্থ স্থান দখল করেছিলেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। এবার প্রথম স্থান দখল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন তিনি। একটা ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি সম্প্রতি ১২০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক ঘোষণা করেছেন। পরিচালক আনন্দ রাই অক্ষয়কে তাঁর পরবর্তী ছবিতে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অভিনেতার পারিশ্রমিকের কথা শুনে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ।আনন্দ রাইয়ের শেষ ছবি "জিরো" বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে পরবর্তী ছবি নিয়ে আশাবাদী পরিচালক। এই ছবিতেও একাধিক অভিনেতার সঙ্গে চুক্তবদ্ধ হচ্ছেন তিনি। অক্ষয়ের পাশাপাশি ছবিতে থাকার কথা রয়েছে সইফ আলি খান ও ধনুষের। কিন্তু তাঁরা কেউই এত টাকা পারিশ্রমিক দাবি করছেন না। সূত্রের খবর, অক্ষয় কুমার ও তাঁর টিম বিশ্বাস করে ছবিতে তিনি থাকা মানেই ছবি ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছবে। অক্ষয়ের শেষ কয়েকটি ছবি বক্স অফিসে ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছেছিল। তার মধ্যে যেমন রয়েছে "গুড নিউজ", তেমনই রয়েছে "কেসরি", "মিশন মঙ্গল" ও "হাউজফুল ৪"। সমালোচকরা যদিও "হাউজফুল ৪" ছবিটির একেবারেই প্রশংসা করেননি, তবু বক্স অফিসে সুপারহিট হয় ছবিটি। আর সেই কারণেই এমন উঁচু পারিশ্রমিক হাঁকছেন অভিনেতা। তবে এনিয়ে পরিচালক কী ভাবছেন, তা এখনও জানা যায়নি।অক্ষয় কুমারের পরবর্তী ছবি "সূর্যবংশী"। ছবিটি পরিচালনা করছেন রোহিত শেট্টি। রোহিতের "পুলিশি" ফ্র্যাঞ্চাইজিতে "সূর্যবংশী" চতুর্থ সংযোজন। এর আগে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে "সিম্বা" এবং অজয় দেবগনের সঙ্গে "সিংঘম" ও "সিংঘম রিটার্নস" করেছেন। ছবিতে সন্ত্রাস দমন শাখার এক মুখ্য অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে অক্ষয়কে। চরিত্রের নাম "বীর সূর্যবংশী"। অক্ষয়ের বিপরীতে থাকছেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। অক্ষয়-ক্যাটরিনা জুটি এর আগেও বেশ কয়েকটি হিট ছবি উপহার দিয়েছে দর্শকদের। উল্লেখ্য, অক্ষয়ের পাশাপাশি ক্যাট সুন্দরীও এই প্রথম রোহিতের ছবিতে অভিনয় করলেন। "সিম্বা" ছবির শেষেই পরিচালক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাঁর পরের ছবির নায়ক "সূর্যবংশী"র।একের পর এক সমালোচনার শিকার হচ্ছেন অভিনেতা অক্ষয় কুমার। কিছুদিন আগে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের গেরুয়া ঝাণ্ডা হাতে অক্ষয় কুমার ছবি ভাইরাল হয় নেটদুনিয়ায়। এবার ছত্রপতি শিবাজিকে "অপমান" করার জন্য নেটিজেনদের রোষের মুখে পড়তে হল তাঁকে। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে থানায় দায়ের হল অভিযোগও।সম্প্রতি একটি ডিটারজেন্ট পাউডারের বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে অক্ষয় কুমারকে। সেখানে ছত্রপতি শিবাজির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। আর এ নিয়েই গন্ডগোলের সূত্রপাত। বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে, যুদ্ধ জিতে মারাঠা সেনা রাজ্যে ফিরেছে। কিন্তু তাদের জামাকাপড় নোংরা। তা নিয়ে মহিলারা বীতশ্রদ্ধ। তখনই শিবাজীবেশি অক্ষয় বলছেন, "মহারাজের সেনা শত্রুদের ধোলাই করতে জানে, আর নিজেদের জামাকাপড়ও।" নেটিজেনদের বক্তব্য, ভিডিওয় শুধু শিবাজি নয়, মারাঠা যোদ্ধাদেরও অপমান করেছেন অক্ষয়। যোদ্ধাদের নিয়ে কৌতুক করেছেন তিনি। সেই কারণে অক্ষয়কে বয়কট করার ডাক দিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি ওই ডিটারজেন্ট পাউডারকেও বয়কট করার দাবি উঠেছে।নেটিজেনদের মধ্যে কেউ লিখেছেন, মারাঠা বীরকে নিয়ে কৌতুক করার জন্য অক্ষয়ের ক্ষমা চাওয়া উচিত। কেউ ওই ডিটারজেন্ট পাউডারের কোম্পানির সমস্ত পণ্য বয়কট করেছেন বলে জানিয়েছেন। কেউ আবার লিখেছেন, অক্ষয় কুমার কি এইভাবে মুঘল ও ব্রিটিশ সেনার নিয়েও এমন কৌতুক করতে পারবন? অক্ষয়ের পড়াশোনা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। যদিও অক্ষয় কুমান এনিয়ে কোনও বক্তব্য রাখেননি। তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে অক্ষয়ের বিরুদ্ধে ওরলি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অনুপম খের একজন ভাঁড়, সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার নেই: নাসিরুদ্দিন শাহ

. বর্ষীয়ান অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অথবা সিএএ) নিয়ে বলিউডের অবস্থান সহ নানা বিষয়ে নিজের মতামত জানান, এবং কালে কালে শিল্পের বিবর্তন নিয়েও মত প্রকাশ করেন।ফিল্ম জগতের যেসব ব্যক্তিত্ব সিএএ"র বিরোধিতা করছেন, তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বলেন, "এঁদের সাহস বেশি, হারানোর তেমন কিছু নেই। ইন্ডাস্ট্রিতে এঁদের চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত যাঁরা, তাঁরা কেন মুখ খুলছেন না তা বোঝাই যায়। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, ঠিক কতটা হারানোর ভয় এঁদের? প্রাণের ভয় আছে কি? দীপিকা পাড়ুকোনের মতো একটা মেয়ের সাহসের তারিফ করতেই হয়, যে কিনা শীর্ষে থেকেও এরকম পদক্ষেপ নিতে পারে।"ইদানীং বলিউডে "দেশাত্মবোধক ছবির" প্রাধান্য নিয়েও মন্তব্য করেন নাসিরুদ্দিন। "যাঁদের হাতে ক্ষমতা, তাঁদের কাছে বরাবরই মাথা নত করে যে কোনও ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। তবে যেসব পরিচালক নতুন করে ইতিহাস লিখতে সাহায্য করছেন, তাঁদের নিজেদের বিশ্বাস কতটা, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে।"এছাড়াও সত্তরের দশকে তৈরি ছবির সঙ্গে আজকের ছবির তুলনা করেন নাসিরুদ্দিন শাহ। "মাসান, গল্লি বয়, বা অনুরাগ কশ্যপ যে ধরনের ছবি করেন, এসব কিছুই হতো না যদি না সত্তরের দশকের পরিচালকরা রাস্তা তৈরি করে না দিতেন। কারিগরি দক্ষতার দিক থেকে দেখলে আজকের দিনের কম বাজেটের ছবি সত্তরের দশকের ছবির তুলনায় অনেকটাই উন্নত। আমার আজকের অভিনেতাদের দেখলে হিংসে হয়। ওঁদের বয়সে আমি যদি এত ভালো হতাম"তবে রাজনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে "অ্যালবার্ট পিন্টো"র (বা ওই ধরনের ছবির) কোনও উত্তরসূরি আসে নি। যদিও সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের কল্যাণে সারা দেশের মুক্তমনা মানুষ একজোট হয়েছেন, যেখান থেকে নিশ্চিতভাবে খুব উঁচুমানের শিল্প বেরোবে," বলেন নাসিরুদ্দিন।তাঁর সতীর্থ অনুপম খের সম্পর্কেও নিজের মতামত দেন নাসিরুদ্দিন। সিএএ-বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন হিংসার ঘটনা সম্পর্কে বেশ কিছু অর্থপূর্ণ টুইট করেন অনুপম খের।"অনুপম খেরকে সিরিয়াসলি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ও একটা ভাঁড়। এফটিআইআই (ট্রেজজ্জ, অর্থাত ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়া) বা এনএসডি (গুজ্ছঙ্গ, ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা)-তে ওর সমসাময়িক যে কোনও কাউকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন, ওর স্বভাবটাই চাটুকারের। ওর রক্তে রয়েছে, ওর কিছু করার নেই," বলেন নাসিরুদ্দিন।

কী হল বলিউডের "পাওয়ার কাপল"-এর? একসঙ্গে দেখা যাবে না রণবীর-আলিয়াকে!

বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব এসেছে তাঁদের কাছে কিন্তু সবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় হঠাত করে কেন তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন? বুঝতেই পারছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কথাই বলা হচ্ছে।বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। জানা যাচ্ছে, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভটের কাছে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু রণবীর, আলিয়া প্রায় সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা ব্রহ্মাস্ত্র যতদিন পর্যন্ত না মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁরা আর একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন না বলে স্থির করেছেন। জানা যাচ্ছে, অনস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন দর্শকের কতটা ভাল লাগছে, সেই সবদিক বিচার করে তবেই তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার কথা ভাববেন। অর্থাত ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি পাওয়া না পর্যন্ত রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট, একসঙ্গে অন্য কোনও সিনেমায় একসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না।এদিকে বর্তমানে সামশেরার শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির গাঙ্গুবাই এবং করণ জহরের তখত-এর প্রস্তুতি শুরু করছেন আলিয়া ভাট।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি

যৌতুক নেওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পরিণীতি।অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার ছবি জাবাড়িয়া জোড়ি মুক্তি পেয়েছে, এই ছবিতে তাকে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিপরীতে দেখা যাবে। এই ছবিটি বিহারের বিয়ের জন্য জোর করাকে নিয়ে।একটি সাক্ষাতকারে, পরিণীতি বিয়েতে যৌতুক নেওয়া নিয়ে কথা বলেছে। তিনি বলেছেন, যৌতুক নেওয়া ভারতে নিষিদ্ধ, কিন্তু সমাজে এখনো প্রচলিত আছে। পরিণীতি বলেছিল, সবাই জানে যৌতুক অবৈধ এবং অনৈতিক।এই অবস্থায়, অনেকেই এই অবস্থাকে উপহারের নামে ভালোভাবে পরিচয় করায়, আমার রাগ হয়। যৌতুক মানেই আপনি মেয়েটিকে কিনছেন, আমরা আমাদের মর্ডাণ মনে করি, কিন্তু তারপর আমরা কি করি? আমরা বিলাসিতার চাই। দেশের এমন চিন্তা ভাবনা দুর্ভাগ্যজনক।

ব্যাকরণের জ্ঞান বাড়বে সঙ্গীতচর্চায়!

শিশুর মনোরঞ্জনের সঙ্গে দক্ষতার উন্নয়নে সঙ্গীতচর্চা এক অভূতপূর্ব প্রশিক্ষণের নাম। শিশু খেলার ছলে হাসবে, নাচবে, গাইবে- এর মধ্যে একটু একটু করে ওস্তাদ তাকে সঙ্গীতের মর্মার্থ বোঝানোর চেষ্টা করবেন। যেসব ছেলেমেয়ে সঙ্গীতের ছন্দের মর্মার্থ বোঝে, তাদের ব্যাকরণের জ্ঞানও ভালো হয়। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান উপকারী ভূমিকা পালন করে। এসব শিশু ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো সঙ্গীতের ছন্দের গঠনের মতো সহজ করে বুঝতে শেখে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমনটি জানা গেছে। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়, যেসব শিশু গানের দুটি কলি গাওয়ার সময়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে, তারা বাক্য ব্যবহারের পার্থক্যও সহজে নির্ণয় করতে পারে। এভাবে তারা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের জ্ঞান থেকে বিশেষ সুবিধা পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ভেন্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির কেনেডি সেন্টারের প্রধান লেখক রেইনা গর্ডন বলেন, সঙ্গীতের বোধশক্তি ব্যক্তির মস্তিষ্কের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিষয়টির প্রমাণ মেলে ছয় বছর বয়সী ২৫ জন শিশুর ওপর চালানো গর্ডনের এই পরীক্ষায়।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, 'ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।' তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, 'আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।' শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

গায়িকাকে দিয়ে কেন "গার্গল" করিয়েছিলন আর ডি বর্মন! রেকর্ডিং রুমের অজানা কাহিনি একনজরে

এই কাহিনি বহু বছর আগে। আশির দশকে তখন আরডি বর্মনের গানের সুরে বুঁদ আসমুদ্র হিমাচল। সেই সময় আরডি-র গানের অ্যালবাম মানেই তা হিট! বলিউডের একের পর এক বলিউড ছবিতে তিনিই তখন সঙ্গীত পরিচালকদের তালিকায় সেরার সেরা তকমায় ভূষিত। এমনই এক ছবি "সত্তে পে সত্তা"। অমিতাভ বচ্চন ও হেমা মালিনী অভিনীত এই ছবির রেকর্ডিং রুমের অজানা কাহিনি দেখে নেওয়া যাক।গায়ককে "গার্গল" করতে কেন বাধ্য করেছিলেন আর ডি?আর ডি বর্মন কার্যত সুরের জাদুকর ছিলেন। সুর, আর তাল নিয়ে তিনি যে খেলা খেলতে পারতেন, তা খুবই কম মানুষ পারেন। এমনই এক "খেলা" দেখা গিয়েছিল ১৯৮২সালের ছবি"সত্তে পে সত্তা" র রেকর্ডিং এর সময়। সেখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের রেকর্ডিং চলাকালীন আচমকা গায়িকা অ্যানেট্টে পিন্টোকে "গার্গল" করতে বলেন আর ডি বর্মন!এরপর কী ঘটে যায়?আরডি জানান, একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্য এই গার্গলের শব্দ প্রয়োজন। আর সেই মতো রেকর্ডিং করা হয় গার্গল। যদিও তা যখন ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে বোঝা যায় না যে তা আসলে গার্গলের আওয়াজ। যে দৃশ্যে "নকল" অমিতাভ হেঁটে আসছেন , সেই দৃশ্যেই ছিল এই রেকর্ডিং এর ক্লিপিং।আবার "সত্তে পে সত্তা" আসতে চলেছে!বেশ কিছু তথ্য বলছে আবার স্ক্রিনে নতুন করে রিমোক হচ্ছে ফিল্ম "সত্তে পে সত্তা"র। ১৯৮২ সালের ফিল্ম "সত্তে পে সত্তা"র নয়া রিমেকে অনুষ্কা শর্মা ও হৃতিক থাকতে চলেছেন বলে খবর। গল্পে একাধিক টুইস্ট থাকতে পারে বলে দাবি নির্মাতাদের। ছবির পরিচালনায় ফারহা খান ও প্রযোজনায় থাকছেন রোহিত শেট্টি।

বৃহস্পতিবার জিবি হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগে মিষ্টি বিতরণ করেন বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চা। ছবি- নিজস্ব।

লায়ন্স ক্লাব ও রোটারি ক্লাবের যৌথ ব্যবস্থাপনায় কালাইনছড়ায় চিকিৎসা শিবির ও কম্বল বিতরণ

কাটিগড়া (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : লায়ন্স ক্লাব অব কালাইন এবং রোটারি ক্লাব শিলচরের ব্যবস্থাপনায় বুধবার কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ার অন্তর্গত কালাইন চা বাগানে এক বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই শিবিরে ১৮৭ জন রোগীকে পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা। এছাড়া রাত-কানা এমন কিছু রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে আজকের শিবিরে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে লায়ন্স ক্লাব অব কালাইনের সম্পাদক রবিজিৎ ধর বলেন, পরবর্তীতে শিলচর লায়ন্স ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁদের বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপাচারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া বক্তব্য পেশ করেন রোটারি ক্লাবের অ্যাসিস্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর শিবব্রত দত্ত। তিনি বলেন, শীতকালে "ওয়েলকাম উইন্টার" প্রকল্পে রোটারি ক্লাব প্রত্যেক বছরই গরিব-দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বা কম্বল বিতরণ করে আসছে। এই প্রকল্পে বছরে ৪ থেকে ৫ জায়গায় শিবির করে বিনামূল্যে শীতবস্ত্র / কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করেন তাঁরা।

এদিন রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন ডা, কুশল কুমার কর, ডা. সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, ডা. তনবীর চৌধুরী ও ডা. মইনুল হক বড়ভুইয়াঁ। চিকিৎসা শিবিরের শেষে এলাকার ৫০ জন দুস্থ ব্যক্তিকে নতুন কম্বল প্রদান করা হয়েছে। এতে চিকিৎসক ছাড়াও অংশগ্রহণ করেছেন লায়ন্স ক্লাব অব কালাইনের সভাপতি ডা. মঞ্জুরল হক, রফিক উদ্দিন বড়লস্কর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিলচর রোটারি ক্লাবের রণধীর বসু, প্রদীপ কুমার পাটোয়া, রঞ্জিত দেব, মধুসুদন পাল, শংকর দেব, নিশিথেন্দু দাস, দীপক বাজাজ, শান্তনু পাল ও কালাইনছড়া চা বাগানের ম্যানেজার প্রদীপ ডেকা।

সিএএ নিয়ে বিতর্কসভায় বসতে রাজি মায়াবতী

লখনউ, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে বিজেপির সঙ্গে যে কোনও বিতর্কসভায় বসতে প্রস্তুত বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো তথা মায়াবতী।

মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের লখনউতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সিএএ নিয়ে বিরোধী দলগুলির নেতাদের বিতর্কসভায় বসার চ্যালেঞ্জ। অমিত শাহের এমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে যে একেবারে ভাবিত নন মায়াবতী। উল্টে যে কোনও জায়গায়, যে কোনও ফোরামে এই বিষয়ে বিতর্কে বসতে রাজি বলে জানিয়েছে বিএসপি সুপ্রিমো।

বুধবার ট্যুইটবার্তায় মায়াবতী লেখেন, সিএএ, এনপিআর, এনসিআরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গোটা দেশজুড়ে মহিলা এবং যুবসম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের জেরে বিরক্ত হয়ে বাধ্য হয়ে বিতর্কসভায় বসতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। দল হিসেবে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল বিএসপি। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে সিএএ নিয়ে বিতর্কসভায় বসার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ,আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তৈরি করা হয়েছে।

সিএএ-র বিরুদ্ধে ৩০ জানুয়ারি অবস্থান ধরনা সারা অসম কর্মচারী পরিষদের

তামুলপুর (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-র বিরুদ্ধে আগামী ৩০ জানুয়ারি রাজ্য ব্যাপী ৩ ঘন্টার অবস্থান ধরনায় বসবে সারা অসম কর্মচারী পরিষদ। জানিয়েছেন পরিষদের প্রধান সম্পাদক ফকরউদ্দিন আহমেদ।

বুধবার ফকরউদ্দিন জানান, গত ২০ জানুয়ারি সারা অসম কর্মচারী পরিষদের কর্মকর্তারা তামুলপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় বসেছিলেন।

সভায় কর্মচারী পরিষদের কার্যসূচি এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার ওপর বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বলপূর্বক নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করছে তার বিরুদ্ধে কর্মচারী পরিষদও আন্দোলন সংগঠিত করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৩০ তারিখ তিন ঘণ্টার অবস্থান ধরনায় তাঁরা বসবেন বলে জানান তিনি। ওইদিন রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় কর্মচারীরা এই কর্মসূচি রূপায়ণ করবেন, জানান পরিষদের প্রধান সম্পাদক ফকরউদ্দিন আহমেদ।

সারা অসম কর্মচারী পরিষদের প্রধান সম্পাদক বলেন, ১৯৭৯ থেকে ছয় বছরের অসম আন্দোলনেও কর্মচারী পরিষদের অবদান ছিল।

সে বিষয়ে আলোকপাত করে ফকরউদ্দিন আহমেদ বলেন, অসম আন্দোলনে জনতার পক্ষাবলম্বন করে কর্মচারী পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

অতএব এবার সিএএ-র মতো আইনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামে তাঁরাও লিপ্ত হবেন।

বলেন, সিএএ বলবৎ হলে অসম আন্দোলনের ফসল অসম চুক্তিকে অবমাননা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এছাড়া, আগামী ২৩ জানুয়ারি সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) আহূত বজ্রনিনাদ কর্মসূচির প্রতিও কর্মচারী পরিষদ প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে বলে জানান সারা অসম কর্মচারী পরিষদের প্রধান সম্পাদক ফকরউদ্দিন আহমেদ।

কাছাড় জেলার চলতি বছরের জন্য নির্বাচিত হজযাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন

শিলচর (অসম), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : বিগত অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও কাছাড় জেলার চলতি ২০২০ সালের জন্য নির্বাচিত হজযাত্রীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। কাছাড় জেলা হজ কমিটি এবং বরাকভ্যালি হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে তিনমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

কাছাড় জেলা হজ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের জন নির্বাচিত হজযাত্রীদের প্রতি শনিবার বেলা ১-টা থেকে ৪-টা পর্যন্ত শিলচরের ইটখলা ইদগাহ মসজিদে এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৫ জানুয়ারি শনিবার বেলা ১-টায় আনুষ্ঠানিকভাবে হজ প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করা হবে। ওই অনুষ্ঠানে জেলার প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা হজযাত্রীদের যথাসময়ে উপস্থিতি কামনা করেছে কাছাড় জেলা হজ কমিটি এবং বরাকভ্যালি হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইট।

বলা হয়েছে, অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণ শিবিরে হাতেকলমে হজ সংক্রান্ত নিয়মকানুন, মাসাল্লা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেবেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক আলহাজ কুতুব উদ্দিন মাঝারভুইয়াঁ ও আলহাজ মাওলানা হুসেন আহমদ মজুমদার। ২০২০ সালের হজযাত্রীদের হজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় জানার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের হজ শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে কাছাড় জেলা হজ কমিটির তরফ থেকে।

পুরুলিয়ায় ডাইনি অপবাদে তিন মহিলাকে মারধরের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে

পুরুলিয়া, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : পুরুলিয়া বাগমুন্ডি ব্লকের কারিহাঁসা রামডি গ্রামে ডাইনি অপবাদ দিয়ে একই পরিবারের তিন মহিলাকে কুড়ুল, শাবল দিয়ে কুপিয়ে মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই তিন জনকে প্রথমে বাগমুন্ডি ব্লক হাসপাতাল ও পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আহত তিন জনের নাম বেহুলা গোপ, বৈশাখী গোপ ও রেখা গোপ। বুধবার সকালে বৃদ্ধা বেহুলা গোপ বাড়ির বাইরে বেরোতেই পাশের পড়শি কাশীনাথ গোপ ডাইনি বলে কটূক্তি করে। প্রতিবাদ জানান বেহুলা। এরপরেই কাশীনাথ—সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা কুড়ুল, শাবল ও লাঠি নিয়ে বেহুলা গোপের ওপর হামলা চালায়।

বেহুলাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন রেখা গোপ, বৈশাখী গোপ। তাঁদেরও আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম হন তিনজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের প্রথমে বাগমুন্ডি ব্লক হাসপাতালে, পরে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আনা হয়। গোটা ঘটনা বাগমুন্ডি থানায় অভিযোগে জানিয়েছে আক্রান্ত পরিবার। যদিও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অবশ্য যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা অস্বীকার করেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কুমারগ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত দোকান

বারবিশা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশার দক্ষিণ রামপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল দোকান। মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটে। দমকলের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

জানা গিয়েছে, দোকানে চানাচুর, বিস্কুট, সিগারেট, চকলেট সহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের প্যাকেটজাত সামগ্রী মজুত ছিল। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে দমকলে খবর দেন। বারবিশা দমকলকেন্দ্রের আধিকারিক বিচিত্র তরফদার জানান, বড় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ৩টি ইঞ্জিন দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছিল। তাই আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকেও ১টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। এই বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক নিখিল দেবনাথ জানান, প্রচুর জিনিসপত্র মজুত ছিল। বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। কীভাবে ব্যবসা চালাব বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বেকারত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বিহার, নীতিশকে আক্রমণ তেজস্বীর

পাটনা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে ফের তোপ দাগলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তেজস্বী যাদবঊ নীতীশকে তীব্র আক্রমণ করে বুধবার লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বেকারত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বিহারঊ' তেজস্বীর টুইট, 'মন্দির-মসজিদ এবং হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে বড় সমস্যা হল কর্মসংস্থানঊ শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং স্কুল-হাসপাতালও সর্বাগ্রেঊ কিন্তু, নীতীশ কুমার সরকার বিহারকে বেকারত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেনঊ'

টুইটারে তেজস্বী যাদব লিখেছেন, দেশে বেকারত্বের হার ৭.৫ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছেঊ উচ্চশিক্ষিত ৬০ শতাংশ যুবক বেকারঊ বিগত ৪৫ বছরের মধ্যে বর্তমানে সর্বোচ্চ বেকারত্বের শিকার বিহারঊ বিহারে মন্দির-মসজিদ এবং হিন্দু-মুসলিমের থেকেও বড় সমস্যা হল কর্মসংস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং স্কুল-হাসপাতালঊ সরকারের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে পড়ে রয়েছেঊ ফলস্বরূপ, বেকারত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বিহারঊ

রেশমি হাজির 'শ্লীলতাহানির পরে'

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনার কথা প্রতিনিয়তই শোনা যায় ঊ কিছু মানুষের বিকৃত মানসিকতার কারণে বারবার সমাজে ঘটে চলেছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মত ঘটনাঊ আর নয় এবার হোক জোরদার প্রচার ঊ মল্লিকা সেনগুপ্ত"র উপন্যাস অবলম্বনে এবার নতুন ছবি তৈরি করলেন পরিচালক রেশমি মিত্র "শ্লীলতাহানির পরে"ঊ আজ বুধবার মুক্তি পেল 'শ্লীলতাহানির পরে'-র ট্রেলার ও ফার্স লুকঊ

"শ্লীলতাহানির পরে" ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ঊ তা ছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীলা মজুমদার, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, মৌবনী সরকার, ইশান মজুমদার ও শুভমকেঊসব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরেই মুক্তি পাবে 'শ্লীলতাহানির পরে'ঊ

ছবির প্রসঙ্গে পরিচালক রেশমি মিত্র বলেন, "মল্লিকা সেনগুপ্তের উপন্যাস পড়ার পর থেকেই মনে হয়েছিল এটা নিয়ে কাজ করা যায়ঊ আসলে এখনও তো মেয়েদের সমান চোখে দেখা হয় নাঊ ঘটনাটা ঘটার কিছুদিন পর পর্যন্ত হইচই থাকেঊ তারপর সবটা যে ভোগে তারইঊ এই ধরনের অপরাধের মানসিকতা পরিবর্তন করা ভীষণ জরুরি ঊ আসল গল্প থেকে না সরে আসারই চেষ্টা করেছিঊ বরাবরই সাহিত্য নির্ভর ছবি করতে ভাল লাগেঊ সাহিত্য আমাকে টানে'

জম্মু ও কাশ্মীর পৌঁছলেন সেনাপ্রধান

জম্মু, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : দুই দিনের সফরে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীর এসে পৌঁছলেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে। কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্যই, তার এই সফর বলে জানা গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটানেন্ট গর্ভনরের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর থাকা ফরওয়ার্ড পোস্টগুলিও ঘুরে দেখবেন তিনি। বৃহস্পতিবার উধবপুরে নর্থান কম্যাণ্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখানে কর্তব্যরত জওয়ানদের সঙ্গেও কথা বলবেন। রাজৌরি জেলার সেনা ছাউনিগুলিও নিরিক্ষণ করবেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি হুঁশিয়ারি দেন যে ভারতের সংসদ চাইলে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে হামলা চালাতে প্রস্তুত সেনা। উল্লেখ করা যেতে পারে সেনাপ্রধানের সফরকে ঘিরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ বাধ্যটামূলক প্রতিটি স্কুলে

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : পড়ুয়াদের মধ্যে সংবিধান সংক্রান্ত গড়ে তোলার জন্য অভিনব উদ্যোগ মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ২৬ জানুয়ারি থেকে প্রতিটি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনা বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী বর্ষা গাইকওয়াড বুধবার জানিয়েছেন, প্রতিদিন সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠের মধ্যে দিয়ে শিশুদের মধ্যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সংবিধান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁর মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে। ২৬ জানুয়ারি থেকে প্রতিটি স্কুলে এই নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে। সংবিধানের প্রধান ভিত্তি এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে পড়ুয়াদের শেখানোর জন্যই এই উদ্যোগ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৩ সালে রাজ্যের তৎকালীন কংগ্রেস-এনসিপি জোট সরকার এই নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। ফের ক্ষমতায় এসে এই নিয়ম প্রতিটি স্কুলে চালু করল রাজ্যের জোট সরকার। অন্যদিকে মারাঠি ভাষার গুরুত্ব নিয়ে সওয়াল করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ছগন ভুজওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, মারাঠি হচ্ছে রাজ্যের ভাষা। সকলের তা জানা উচিত। তা না হলে আইন পাশ করিয়ে প্রতিটি স্কুলে মারাঠি ভাষা পাঠ্যসূচিতে বাধ্যতামূলক করা হবে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার আকর্ষণ বাড়াতে বাড়ছে 'বই কিনুন লাইব্রেরি জিতুন'-এর পরিসর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.): 'বই কিনুন লাইব্রেরি জিতুন"। গতবার যে সুযোগ ছিল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের, এবার মেলায় তাকে প্রসারিত করা হচ্ছে। ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা।

মেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বুধবার এ খবর জানিয়ে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বরিষ্ঠ মানুষদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এবছর বই মেলা থেকে বেশকিছু অর্থমূল্যের বই কিছু বৃদ্ধাশ্রমে দেওয়া হবেঊ এ ছাড়া, ১৫ জন ভাগ্যবান বিজেতা প্রত্যেকে পাবেন মেলা থেকে বই কেনার জন্য এক হাজার টাকা করে অর্থাৎ মোট ১৫ হাজার টাকার বইয়ের কুপন।

ত্রিদিববাবু বলেন, মেলায় চার দিন হবে বই বাম্পার লটারি। এই চারদিনের প্রতিদিন পাঁচ জন বিজেতা প্রত্যেকে মেলায় নিজের লাইব্রেরী ভরিয়ে তুলতে পাবেন ২৫ হাজার টাকার বুক গিফট কুপন। এই বইবান্ধব উদ্যোগে অবশ্যই লাভবান হবেন ২০ জন বইপ্রেমী।

পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু দে জানান, উদ্বোধনের আগে সব স্টল তৈরির কাজ শেষ করা হবে। ২৬ জানুয়ারি থেকে মেলার মাঠে যাবতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ করা হবে। ২৭ জানুয়ারি শেষ মুহূর্তের অবস্থা খতিয়ে দেখতে আবারও পরিদর্শন হবে। উদ্বোধনের আগের দিন ২৮ জানুয়ারির মধ্যে বিক্রেতাদের বই নিয়ে স্টলে আসতে আবেদন করা হচ্ছে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য আলাদা জায়গা বরাদ্দের সঙ্গে এবারের বইমেলায় করা হচ্ছে সাইকেল স্ট্যান্ডঊ বুধবারও মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে

ছয়ের পাতায়

গার্ডেনরিচে স্কুল চত্বরেই বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল, সমস্যায় কর্তৃপক্ষ

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): স্কুল চত্বরেই বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল! ফলে বিঘ্ন ঘটেছে স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ঊ গার্ডেনরিচ এলাকার সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের ক্যাম্পাসে এই ঘটনাটি ঘটেছেঊ স্থানীয় কাউন্সিলর রাম পেয়ারি রামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষঊ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের কথা ভেবেই গার্ডেনরিচ এলাকায় তৈরি হয় সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত আর্য পরিষদ বালিকা বিদ্যাপীঠ। বৃহস্পতিবার, ২৩ জানুয়ারি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাঊ কিন্তু, তার আগেই মাঠে ঢোকার গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগঊ স্কুলে প্রায় ১১০০ ছাত্রী রয়েছে। মাঠ না থাকার ফলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কোথায় হবে, তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। মাঠের পাশাপশি যেখানে প্রার্থনা হয় সেই হলটিও বিয়েবাড়ির জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাপড় দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে হলটি।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা কাণ্ডা বলেন, 'স্পোর্টস করতে পারছি নাঊ ২৩ জানুয়ারি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কিন্তু তার আগেই কাউন্সিলর রাম পেয়ারি রাম স্কুলের ভবন ভাড়া দেনঊ মাঝে মধ্যেই তিনি এরকম করেনঊ বিয়ের আসর বসে। অনুষ্ঠান শেষে স্কুল অপরিচ্ছন্ন রেখে চলে যায় সকলেঊ অনুষ্ঠানের পর স্কুলের গেট খোলার জন্য বারবার অনুরোধ করতে হয় রাম পেয়ারি রামকেঊ ফলে প্রবল সমস্যায় পড়তে হয়

মহারাষ্ট্র : থাণে-র বদলাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পাঞ্চলে আগুন, মৃত্যু কর্মীর

থাণে (মহারাষ্ট্র), ২২ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের বদলাপুর শহরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিল্পাঞ্চলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন একজন কর্মীঊ এছাড়াও আরও দু'জন কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেনঊ বুধবার সকালে থাণে জেলার বদলাপুর শহরে, মহারাষ্ট্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এমআইডিসি) এলাকায় অবস্থিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটে ভয়াবহ আগুন লাগেঊ সকাল ন'টা নাগাদ বেসরকারি ফ্যাক্টরি ইউনিটের ড্রায়ারে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই আগুন ধরে যায়ঊ দমকল অফিসার ভগবত সোনোনে জানিয়েছেন, ফ্যাক্টরি ইউনিটে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে একজন কর্মীরঊ এছাড়াও জখম হয়েছেন দু'জনঊ তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

থাণে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ বেসরকারি ফ্যাক্টরি ইউনিটের ড্রায়ারে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই দ্রুত আগুন ধরে

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন অনিল কুম্বলে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি পড়ুয়াদের সঙ্গে পরীক্ষা পে চর্চায় অনিল কুম্বলের চোয়াল ভাঙা অবস্থায় বোলিং করার নজির টেনে পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই জন্য বুধবার আপ্লুত কুম্বলে ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

তৎকালীন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলছে ভারত। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন অনিল কুম্বলে। ক্যারিবিয়ান বোলার মার্ভিন ডিলনের ডেলিভারি সোজা গিয়ে লাগে কুম্বলের চোয়ালে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। তারপরের দৃশ্য প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমীর মনে আজও উজ্জ্বল। মাথার উপর দিয়ে চোয়াল পর্যন্ত ব্যান্ডেজ জড়িয়ে পরের দিন মাঠে নেমেছিলেন কিংবদন্তি স্পিনার। হাত ঘুরিয়ে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়েছিলেন ব্রায়ান লারাকে। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেও সেই টেস্টে ১৪ ওভারে বল করেছিলেন। পরীক্ষা পে চর্চায় কুম্বলের এই হাল না ছাড়া মানসিকতার প্রসঙ্গ টেনে এনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার ট্যুইট করে ওই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীয় দলের জাম্বো বলে খ্যাত কুম্বলে।

অবন্তীপোরা এনকাউন্টার : দ্বিতীয় দিনে খতম একজন জঙ্গি

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): দ্বিতীয় দিনে পড়ল পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াইঊ মঙ্গলবার এনকাউন্টারের প্রথম দিন সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন একজন সেনা জওয়ান এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)ঊ এনকাউন্টারের দ্বিতীয় দিন, বুধবার সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

শুরু হচ্ছে ইডেন গার্ডেন্সের কলকাতা ফুল মেলা।

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রতি বছরের মত এবারেও ইডেন গার্ডেন্সে হবে কলকাতা ফুল মেলা। চলবে ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি, প্রতিদিন বেলা ১১ টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত।
এবারের ফুল মেলায় প্রথমবারের জন্য সামিল করা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের। ইতিমধ্যে ৩৭ টি স্কুল এবং ১৫ টি কলেজ নাম লিখিয়েছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে আরও প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন আসছে। আশা করা যাচ্ছে, সব মিলিয়ে অন্তত ৭০ টি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে অংশ নেবে। এই প্রথম প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, 'গন্ধ বল প্রতিযোগিতা', ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবারের মেলার থিম করা হয়েছে 'প্রকৃতি হাসে ফুলের মাঝে'। বন দফতরের ডেপুটি কনজারভেটর রবীন্দ্রনাথ সাহা এ খবর জানিয়ে বলেন, এখনকার পড়ুয়ারা জুঁই, টগরের সুবাস জানে না। মূলত তাদের আগ্রহী করাতেই এই প্রতিযোগিতা।
গতবার ফুল মেলায় এই ৬৬ জন তাদের পুষ্পের সমাহার নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন। এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক অসীম চট্টোপাধ্যায় ফুল থেকে আবির তৈরীর কর্মশালা পরিচালনা করবেন এই মেলায়। মেলার বিভিন্ন বিষয় শহরের নানা স্থানে হোর্ডিং এবং ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। মেলায় থাকবে প্লাস্টিক এবং রাবারের বিভিন্ন জিনিস কিভাবে ঘরের ডেকোরেশন এর কাজে ব্যবহার করা যায় তার প্রদর্শনী।
বিভিন্ন মরশুমী ও অন্যান্য ফুল, অন্দরসজ্জা, নানা রকম বাহারি গাছ, ক্যাকটাস, বনসাই-সহ বিভিন্ন রকম প্রতিযোগিতা হবে এই ফুলমেলায়। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে সরকারি ও বেসরকারি স্টল ও প্রদর্শনী, ফুডকোর্ট, অঙ্কন, ফ্যান্সিড্রেস, আলোকচিত্র, প্রশ্নোত্তর, ফুলের আলপনা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা।
ফুলমেলা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবেন অর্ঘ্যদীপ ঘোষ, কমলিকা চক্রবর্তী, বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্পী এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিদ্যালয়ের শিশু শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হবেন কলকাতা পৌরসভার মহানাগরিক এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। উদ্বোধন করবেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্মানীয় অতিথি হিসাবে সাংসদ মালা রায় ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি হিসেবে রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ দফতরের মন্ত্রী সুজিত বসু থাকার কথা।

পরিসর

পাচের পাতার পর
দেখতে সল্টলেকে করুণাময়ী মোড়ের কাছে স্থায়ী মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেন কলকাতা বইমেলা কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় পুরসভা, পুলিশ, বিদ্যুৎ পর্ষদ, দমকল-সহ একাধিক দফতরের প্রতিনিধিরা। মাঠের ভিতরে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়। বইমেলা কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, আজ, বুধবার পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে বইমেলায় আসার পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন মেলা কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, মেলা প্রাঙ্গণের ভিতর ও বাইরে সিসি ক্যামেরার সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ভিতরে বইপ্রেমীদের চলাচলে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে জন্য হাঁটার পথ তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। বইমেলার ৮ এবং ৯ নম্বর গেটের মাঝে অতিরিক্ত আরও একটি রাস্তার কথা ভাবছে প্রশাসন। নির্মাণ ভবনের কাছে একটি সাইকেল স্ট্যান্ড, শনি এবং রবিবার ছুটির দিনে সরকারি অফিস চত্বরে গাড়ি পার্কিংয়ের চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছে। ১৫০০ গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বইমেলার সামনে রাস্তা পারাপারের জন্য ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর পথটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার স্বার্থে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হবে মেলায়।

জরুরী পরিষেবা

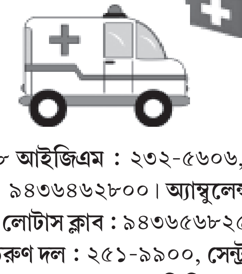

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মু ও কাশ্মীরের শিশুরা জাতীয়তাবাদী : রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের শিশুরা জাতীয়তাবাদী। তবে তাদের মাঝে মাঝে ভুল দিকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। বুধবার দিল্লিতে এনসিসি'র প্রজাতন্ত্র দিবস এর ক্যাম্পে বক্তব্য রাখার সময় একথা বলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।
এদিন তিনি বলেন, কাশ্মীরের শিশুরাও জাতীয়তাবাদী । তাদের অন্যভাবে দেখা উচিৎ নয় । কখনও কখনও কিছু মানুষ তাদেরকে জীবনের সঠিক পথটি না দেখিয়ে, ভুল পথে চালিত করে । কাশ্মীরের বর্তমান যে পরিস্থিতি তার জন্য সেখানকার শিশু বা যুব সমাজকে দায়ি করা ঠিক নয় । এরজন্য দায়ি গুটিকয় কিছু মানুষ, যারা তাঁদের ভুলপথে চালিত করে ।
পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করলেন ভারত-চিন সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদেরও । চিনা সেনারা মাঝে মাঝেই সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করে সেখানকার বাসিন্দারা । তিনি সেই প্রসঙ্গে সীমান্তের মানুষদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমাদের দেশের সেনার উপর আস্থা রাখুন । ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস কারও নেই ।'
প্রতিরক্ষামন্ত্রী এদিন পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ভারতীয় মূল্যবোধ সমস্ত ধর্মকে সমান মনে করে, আর এই কারণেই দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ এবং কখনও পাকিস্তানের মতো দিব্যতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। রাজনাথ আমেরিকাকেও দিব্যতান্ত্রিক দেশ বলেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের মহান ব্যক্তিত্বরা কেবল দেশের সীমান্তের মধ্যে বসবাসকারী মানুষদের পরিবারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেননি। তারা গোটা বিশ্বে বসবাসকারী প্রত্যেককেই নিজের পরিবারের অংশ বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, গোটা বিশ্বে 'বাসুদেব কুটুম্বকম' কথাটি ভারতই প্রথম প্রচার করেছে।
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত বলেছিলেন, যে কাশ্মীরের মেয়ে ও ছেলেদের উগ্রপন্থী তৈরী করা হচ্ছে। এর পরে পরেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশ ।

চন্দ্রযান-৩ মিশনের কাজ শুরু হয়েছে, দ্রুত গতিতে চলছে : কে শিবন

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): চন্দ্রযান-৩ মিশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, কাজ চলছে দ্রুত গতিতেউ বুধবার এই সুখবর দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র চেয়ারম্যান কে শিবনউ বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরো-র চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, 'চন্দ্রযান-৩ মিশনের কাজ শুরু হয়েছে এবং দ্রুত গতিতে কাজ চলছেউ' এছাড়াও গগণায়ন মিশন প্রসঙ্গে ইসরো-র চেয়ারম্যান বলেছেন, '৪ জন মহাকাশচারীকে বাছাই করা হয়েছে এবং চলতি মাসের শেষেই প্রশিক্ষণের জন্য রাশিয়ায় যাবেন তাঁরাউ ১৯৮৪ সালে, রাশিয়ান মডিউলে উড়ে গিয়েছিলেন রাকেশ শর্মাউ কিন্তু, এবার ভারতীয় মডিউলেই উড়ে যাবেন ভারতীয় মহাকাশচারীরাউ'
এদিন বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে ইসরো চেয়ারম্যান বলেছেন, 'মহাকাশে শুধুমাত্র মানুষকে পাঠানোই গগণায়ন মিশনের লক্ষ্য নয়, এই মিশন দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সুযোগ প্রদান করবেউ' কে শিবন আরও বলেছেন, 'আমরা প্রত্যেকেই জানি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করাই প্রতিটি দেশের প্রধান লক্ষ্যউ সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মহাকাশে মানুষ পাঠানোই নিখুঁত প্ল্যাটফর্ম

কাশ্মীরে নাক গলাতে চায় আমেরিকা, ইচ্ছাপ্রকাশ ট্রাম্পের

দাভোস(সুইতজারল্যান্ড), ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলতে থাকা কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ফের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
মঙ্গলবার সুইতজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীকে 'খুব ভাল বন্ধু' হিসেবে অবিহিত করে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, কাশ্মীর সমস্যা, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বিষয়গুলি বৈঠকে উঠে এসেছে। সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে প্রস্তুত আমেরিকা। খুব কাছ থেকে গোটা বিষয়ের উপর নজর রাখা হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়টি বৈঠকে উঠে এসেছে। অন্যদিকে, বৈঠক চলাকালীন কাশ্মীর সমস্যাকে বড় সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছেন ইমরান খান। আমেরিকার ইচ্ছা প্রকাশকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগেও কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এমনকী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীর নিয়ে তাঁর সাহাজ্য চেয়েছিলেন বলেও দাবি করেছিলেন ট্রাম্প। যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। এহেন পরিস্থিতিতে ফের কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলে নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়িয়েছেন তিনি। কারণ ভারত বরাবর কাশ্মীর নিয়ে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানবে না বলে জানিয়ে এসেছে।

কবি শঙ্খ ঘোষকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি .স): কবি শঙ্খ ঘোষকে বেসরকারি হাসপাতালে বুধবার সস্ত্রীক দেখতে গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর ।গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মঙ্গলবার হসাপাতালে ভর্তি হন কবি শঙ্খ ঘোষ। তবে, বর্তমনে অনেকটাই সুস্থ কবি ।শ্বাসনালীতে সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৮৭ বছর বয়সী কবি শঙ্খ ঘোষ। ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট ডঃ সিকে মাইতির তত্ত্বাবধানে ভরতি রয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। বর্তমানে কবির শারীরিক অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল। বুধবার কবি শঙ্খ ঘোষকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। কবির দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন তাঁরা কবির সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল। হাসপাতালে কবির সঙ্গে দেখা করে রাজ্যপাল বলেন,"এখনও অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন শঙ্ক ঘোষ। কথা বলেছেন। কবির দ্রুত আরোগ্য কামনা করি"।

একজন জঙ্গি

পাচের পাতার পর
হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিউ
বুধবার সকালে এসপিও শাহবাজ আহমেদকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়উ তখন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ দিলবাগ সিং জানান, অবন্তীপোরার খ্রেউ এলাকায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত অভিযান জারি ছিলউ এরপর ঋধবার সকাল থেকে ফের শুরু হয় অভিযানউ ডিজিপি জানান, খ্রেউ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দু'জন সন্ত্রাসবাদীউ দুপুরেই কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবন্তীপোরা এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে একজন জঙ্গিরউ আরও একজন জঙ্গি ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে

এক যুবকের

তিনের পাতার পর
পুলিশ। কিন্তু মাথায় জোর আঘাত লাগার কারণে মৃত্যু হয় ওই যুবকের বলে জানায় চিকিৎসকেরা। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত ওই যুবকের নাম প্রলয় মিশ্র, বয়স ২৪ বছর। মৃত ওই যুবকের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি এলাকার কালনা ব্রাহ্মণপাড়ায়। ওই যুবক এলাকার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি তিনি সমাজ সেবার কাজে যুক্ত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে পারিবারিক সূত্রে।

শীঘ্রই পাকিস্তান সফরে আসবেন ট্রাম্প : পাক বিদেশমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): খুব শীঘ্রই পাকিস্তান সফরে আসবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পউ বুধবার এ কথা জানিয়েছেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশিউ কুরেশি জানিয়েছেন, দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আশ্বস্ত করেছেন, তিনি খুব শীঘ্রই পাকিস্তান সফরে আসবেনউ
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মধ্যে বৈঠকের কয়েক ঘন্টা পরই, পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, তিনি শীঘ্রই পাকিস্তান সফরে আসবেনউ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মধ্যে বৈঠক চলাকালীন আমিও উপস্থিত ছিলাম, প্রায় এক ঘন্টা ধরে বৈঠক হয়েছেউ বৈঠক খুবই ফলপ্রসু ছিলউ ট্রাম্পের সামনে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপণ করেছেন ইমরান খানউ' পাক বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, কাশ্মীর ইস্যু ছাড়াও, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ নিয়েও ট্রাম্প-ইমরান বৈঠক হয়েছে

চিনা জীবানু আটকাতে বিমানবন্দরে বাড়তি সতর্কতা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : চিনা ভাইরাস আটকাতে কলকাতা বিমানবন্দরে জারি হল বাড়তি সতর্কতা। চলছে জোরকদমে পরীক্ষা নিরীক্ষা।
এই রোগের প্রাথমিক লক্ষন জ্বর, সর্দি, কাশি। ধীরে ধীরে সেটি শ্বাসকষ্টের আকার ধারণ করে। অন্যদিকে কিডনি এবং মস্তিস্কেও এর প্রভাব পড়ে। তড়িঘড়ি চিকিৎসা না করলে মৃত্যু অবধারিত। করোনা ভাইরাস হাঁচি, কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে মানবদেহে। তবে এই রোগ যাতে এই শহরে না আসে সেই জন্য ইতিমধ্যেই সতর্কতা অবলম্বল করেছে স্বাস্থ্য দফতর এবং কলকাতা বিমান বন্দর। এই শহরের পাশাপাশি দেশের আর ছয়টি বিমানবন্দরেও চলছে বিশেষ পর্যবেক্ষন। সূত্রের খবর, চিনে এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে অনেকের। আর সেই ভাইরাস চিন থেকে আসা যাত্রীদের মাধ্যমে এই রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে বসানো হয়েছে বিশেষ ধরনের স্ক্যানিং যন্ত্র। সেইখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যদি যাত্রীরা পাশ করে তবে শহরে ঢোকার ছাড়পত্র মিলবে।

প্রবল ঠাণ্ডায় কাবু বাংলাদেশ, শীতজনিত রোগে ৫৭ জনের মৃত্যু

ঢাকা, ২২ জানুয়ারি (হি.স.): খাতায়-কলমে শীত বিদায় এখনও ঢের সময় বাকিউ এখনও শীতের আমেজ বজায় রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তেউ প্রবল ঠাণ্ডা ও শীতজনিত রোগে চলতি মরশুমে বাংলাদেশে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৫৭ জনউ এছাড়াও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছে ৬৬ হাজারেরও বেশি মানুষউ শীতজনিত অন্য রোগে অসুস্থ প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার মানুষউ
বুধবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত গোটা দেশে ৬৬,১৮৭ জন শ্বাসকষ্টজনিত রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেনউ মৃত্যু হয়েছে ২২ জনেরউ শীতজনিত অন্য অসুস্থতায় আরও ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছেউ শীতজনিত রোগে মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক ঢাকা শহর-সহ ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায়

সিএএ ও এনআরসি-র প্রতিবাদে দার্জিলিংয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দার্জিলিং, ২২ জানুয়ারি (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি(এনআরসি)-র প্রতিবাদে এবার দার্জিলিংয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে পথে হাঁটলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দার্জিলিংয়ের ভানুভবন থেকে মিছিল শুরু হয়। নেহরু রোড ধরে পদযাত্রা সোজা কাকঝোরায় যায়। সেখান থেকে পদযাত্রা ফিরে আসে দার্জিলিংয়ের মোটর স্ট্যান্ড চাকবাজারে।এদিনের মিছিলে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত উ
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জি(এনআরসি)-র প্রতিবাদে মাসখানেক কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে সোমবার উত্তরবঙ্গে হাজির হয়েছেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ সফরের তৃতীয় দিনে বুধবার সকালে দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে পুজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে নিয়ে আরতি করেন তিনি। কথা বলেন পুরোহিত-সহ মন্দিরে উপস্থিত মানুষদের সঙ্গে। এরপর সিএএ—এর বিরোধিতা করে পাহাড়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন তিনি। আজ নেত্রীর মিছিল শুরু হয় দার্জিলিং ম্যালের কাছে ভানুভক্তের মূর্তির সামনে থেকে। মিছিল শেষ হয় চকবাজার মোটর স্ট্যান্ডে।

বাতিল

● প্রথম পাতার পর
খারিজ না করে তাহলে কংগ্রেস বিডিও-এর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্ত হবে বলেও গত এক সপ্তাহ পূর্বে কংগ্রেস সাংবাদিক সম্মেলন করে হুমকি দিয়েছিল। কারণ বদরুজ্জামান বলেন ত্রিপুরা রাজ্য পঞ্চায়েত রুলস অনুযায়ী কোন পঞ্চায়েত সদস্য যদি দলীয় হুইপ অমান্য করে সেই সদস্যের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দল যাই সিদ্ধান্ত নেবে সেটা লিখিতভাবে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিডিও এর নিকট জানাতে হয়। যেহেতু তেসরা ডিসেম্বর সদস্যরা দলীয় হুইপ অমান্য করেছিল এবং ঠিক ত্রিশ দিনের মাথায় পয়লা জানুয়ারি দুই দলই বিডিও-কে লিখিতভাবে নির্দেশ দিয়েছিল সদস্য পদ খারিজ করার জন্য। আবার একত্রিশ দিনের মাথায় দুসরা জানুয়ারি সদস্য পদ বহাল চিঠি দিয়েছিল দুই দলই। কিন্তু ত্রিশ দিনের মাথায় যা লিখিত দিয়েছিল সেটাই গ্রাহ্য করে আইন অনুযায়ী বিডিও মনোজ সাহা আটজনের সদস্য পদ খারিজ করে আজ বাইশ জানুয়ারি আট জন সদস্যের কাছে সদস্য পদ খারিজের নোটিশ পাঠিয়ে দেন বলে বদরুজ্জামান জানান।

নেবে কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর
নির্দেশে প্রদেশ সভাপতি রাজ্যের সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে সাংগঠনিক কাজে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছেন। সব নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই রাজ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগও নেওয়া হবে বলে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। এক্ষেত্রে যারা অন্তঘাতমূলক কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছেন তাদেরকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সতর্ক না হলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।
দলত্যাগী প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে অভিযান ছেড়ে দলে ফিরে আসার জন্যও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযূষ কান্তি বিশ্বাস আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস দল সবসময়ই উদার। অনেকেই এই উদারতাকে দুর্বলতা মনে করেন। এটা ঠিক নয়। কংগ্রেস দল উদার বলেই স্থিতিশীল বলেও দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। প্রসঙ্গক্রমে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাণের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। প্রদ্যুৎ কিশোরের সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই রাজ্যে কংগ্রেস দল শক্তিশালী হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাতীয় সাহসিকতা পুরস্কারের জন্য উত্তরপূর্বের ছয় বালক-সহ মনোনীত গুয়াহাটির কমলকৃষ্ণও

গুয়াহাটি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০১৯ সালের জাতীয় সাহসিকতা পুরস্কারের জন্য অসম-সহ উত্তরপূর্বের ছয় নাবালক মনোনীত হয়েছে। এদের মধ্য রয়েছে গুয়াহাটির কমলকৃষ্ণ দাসও। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তিনি প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্তবয়স্কই হোন, অদম্য সাহসী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার এই পুরস্কারের জন্য অসমের মাত্র ১২ বছর বয়সি কমলকৃষ্ণ দাস, মেঘালয়ের ১০ বছরের এভারব্লুম কে নংগ্রুম, মণিপুরের ৮ বছরের লউরেমবাম ইয়াইখোম্বা মানগাং, মিজোরামের লাল্লিয়ানসাংগা, ক্যারোলিন মালসাওমতুয়াঙ্গি এবং ভানলালরিয়াতেরেঙ্গার নাম ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ।
অসমের কমলকৃষ্ণ উত্তর গুয়াহাটির জনৈক ধনঞ্জয় দাস এবং জিতুমণি দাসের ছেলে। গত ২০১৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টা নাগাদ গুয়াহাটিতে অশ্বক্লান্ত মন্দিরের কাছে একটি পানীয় জল প্রকল্পের সঙ্গে সংঘর্ষে টুকরো টুকরো হয়ে ব্রহ্মপুত্রে ডুবে গিয়েছিল অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণের ইঞ্জিন চালিত একটি নৌকা (ভুটভুটি)। তখন গুয়াহাটির সেইন্ট অ্যান্থনিজ স্কুলের ছাত্র ১২ বছরের কমলকৃষ্ণ দাস প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে জলে ভাসমান একটি পাইপ আঁকড়ে টইটম্বুর উত্তাল ব্রহ্মপুত্রে সাঁতরে তাঁর ডুবন্ত মা জিতুমণি দাস, পিসি এবং অপর তিন মহিলাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে অদম্য সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত নৌকায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁরা গুয়াহাটি থেকে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে উত্তর গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন। ওই ঘটনায় কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী অঙ্কিতা বরুয়া ও ডিম্পি বরা এবং কমল রজক ও রাহুল আলি নামের দুই যুবক-সহ মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন ১৫ জন। ব্রহ্মপুত্রে সংঘটিত নৌকাডুবির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।
এদিকে মেঘালয়ের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার মাওরিংনেং গ্রামের ১০ বছরের এভারব্লুম কে নংগ্রুম গত বছর দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় তার দুই বন্ধুকে জীবন্ত উদ্ধার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

মৃত এক

● প্রথম পাতার পর
নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইক আরোহী বাইখোড়া কালমার বাসিন্দা ধর্মেন ত্রিপুরাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপর এক বাইক আরোহির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে শান্তির কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। আহত ব্যক্তির নাম খালেন্দ্র রিয়াং। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার সুমন্ত বিশ্বাস।

সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর
৪৪৫ শিশি ফেন্সিডিল, ৯ কেজি গাঁজা এবং সাতটি গবাদি পশু পাচারের সময় বিএসএফ সেগুলো উদ্ধার করেছে। সর্বমোট এগুলোর বাজারমূল্য ২ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৬২ টাকা।
তাঁর কথায়, বিএসএফ এ ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জারি রাখবে। তাঁর দাবি, ক্রমাগত নেশা বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরায় নেশার ব্যবহার অনেক কমেছে। পাচারও বন্ধ হয়েছে বহু।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

● প্রথম পাতার পর
প্রভাব পড়েছে সেগুলোতে কেবল ছাত্রদের ক্লাস বয়কট ছাড়া বাকি সব কাজকর্ম স্বাভাবিক ছন্দে সম্পন্ন হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বিরুদ্ধাচরণকারী ছাত্রদের দাবি, নাগরিকত্ব (সংশোধিত) আইন-এর বৈধতার প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে দাখিলকৃত আবেদনগুলোর শুনানি শেষে একে যদি যথাযত বলে রায় দেওয়া হয়, তা-হলে এর বলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধারণা করে এর প্রতিবাদে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ এই অঞ্চলের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অধীনস্ত সকল মহাবিদ্যালয়ের যাবতীয় পঠনপাঠন, কাজকর্ম 'টোটাল শাটডাউন' অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ বন্ধ' রাখার ডাক দিয়েছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ। তারা আশা ব্যক্ত করে বলেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) জনসাধারণের ওপর 'সিএএ'-র ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে বলে যে দাবি করা হচ্ছে, সেই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে সুপ্রিমকোর্ট।
আজ অসমের গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি), অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেঘালয়ের শিলঙে অবস্থিত নর্থ ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি, নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত রাজীব গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি (নেরিস্ট) ছাড়া আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত সম্পূর্ণ বন্ধের প্রভাব পড়েনি। তবে এগুলোতে পঠনপাঠন ছাড়া বাকি সব কাজকর্ম স্বাভাবিক ছিল বলে খবর পাওয়া গেছে।

নাজেহাল

আটের পাতার পর
পর গাড়ি থাকলে ড্রাইভার থাকে না বলে সময়মতো আসতে পারে না মহিলা থানার পুলিশ। পরবর্তীতে এলাকাবাসী ১১২তে ফোন করলে তাদের মোবাইল গাড়িটি তখন পূর্ব মহিলা থানায় গিয়ে স্টাফ নিয়ে ঘটনাস্থলে আসে। ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সও চলে আসে। পরে মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত দশটার পর যদি মহিলা থানায় ড্রাইভার না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা সংক্রান্ত আচমকা কোন ঘটনার জন্য তারা তৎক্ষণাত কি করে আসবেন এখন এটাই প্রশ্ন?

শেখ হাসিনা

আটের পাতার পর
রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নয়, বরং সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতীক হিসেবে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারা বিশেষকরে বঙ্গবন্ধুর অবিচল সংগ্রাম ও ত্যাগের বিষয়গুলো বিবেচনা করেছে।ইউনেসকো বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এই আয়োজন আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করল এবং ইউনেসকোর তত্ত্বাবধানে এখন সারা বিশ্ব নানা আয়োজনে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করবে,বলেন হাসিনা।তিনি বলেন, বাঙালি জাতির ও বাংলাদেশের জনগণের জন্য বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস বিশ্ববাসীর কাছে আরও বড় পরিসরে প্রকাশিত হবে।

লেখাল বাংলাদেশ

আটের পাতার পর
প্রকল্পটি ৪ হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।ডিআইপি পুরো প্রকল্পটি সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে। ১০ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট সেবার সাথে সাথে অনলাইনের মাধ্যমে অভিবাসনের আনুষ্ঠানিকতারও পুরো প্রক্রিয়া শেষ হবে।জার্মানিতে দুই মিলিয়ন ই-পাসপোর্ট তৈরি করা হবে। যারা প্রথমে আবেদন করবেন তাদের পাসপোর্ট জার্মানি থেকে তৈরি করা হবে। ই-পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ এবং ১০ বছরের জন্য হবে।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই ডিআইপি এবং জার্মানি ভেরিডোস জিএমবিএইচ সংস্থা ইলেকট্রনিক পাসপোর্টের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জাতীয় দল থেকে বাদ হার্দিক কারণ জানালেন বোর্ড কর্তা

কিছুদিন আগেই ফিটনেস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। হার্দিককে অবশ নিউজিল্যান্ড সফরে রাখাই হল না। সীমিত ওভারের দুই ধরনের স্কোয়াড থেকেই বাদ পড়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার জন্য এখনও প্রস্তুত নন তারকা। বলা হয়েছে, রাজ্য বরোদা দলের হয়ে ন্যূনতম একটি ম্যাচে খেলতে হবে হার্দিককে। তারপরেই তিনি জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হবেন।নিউজিল্যান্ড সফরের পরে মার্চে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিনটে একদিনের ম্যাচ খেলবেন কোহলিরা।কিছুদিন আগেই বোলিংয়ে ওয়ার্কলোড মনিটরিং টেস্টে সফল হতে পারেননি। অস্ত্রোপচারের পরে জাতীয় দলে ফিরে আসার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক।কার্তিককে সরিয়ে কি কেকেআরে নেতা বদল! মুখ খুলল নাইট রাইডার্সতিনি ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলেও হার্দিক জানিয়েছিলেন, নিউজিল্যান্ড সফরের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন। যদিও বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা নিতান্তই হার্দিকের ব্যক্তিগত অভিমত।বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে জানিয়ে দিয়েছেন, ”হার্দিকের হয়তো মনে হয়েছে ও ফিট হয়ে উঠবে। তবে ওর ফিটনেস ট্রেনার রজনীকান্ত যা দাবি করেছেন ঠিক তার উলটোটা হয়েছে ফিটনেস পরীক্ষায়। এটা ইয়ো ইয়ো টেস্ট নয়। এটা বোলিং ফিটনেস। ও ওয়ার্কলোড পরীক্ষাতেই উতরোতে পারেনি। যার অর্থ এখনও পর্যাপ্ত ফিটনেস নেই ওর মধ্যে।”স্বামী হীনা দু-বছর একলা হাসিন! কেমন আছেন শামির স্ত্রীগত সেপ্টেম্বরে শেষবার জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছিলেন। চলতি বছরেই টি২০ বিশ্বকাপ। সেখানে হার্দিককে পরিকল্পনাতে রেখে ছক কষছে টিম ম্যানেজমেন্ট। হার্দিকের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারে অস্ট্রেলিয়াতে। সেই কারণে সময় নিয়ে পুরো ফিট হার্দিককেই চাইছে ভারতীয় দল।ভারতের ওয়ানডে স্কোয়াড- বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, পৃথ্বী শ, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, রবীন্দ্র জাদেজা, নভদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুর।ভারতের টি২০ স্কোয়াড- বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, যুজবেন্দ্র চাহাল, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, রবীন্দ্র জাদেজা, নভদীপ সাইনি, শার্দুল ঠাকুর এবং কেদার যাদব

দিল্লি ক্যাপিটালসের বড়ো ধাক্কা, আইপিএলের শুরু ম্যাচ থেকে বাদ পড়বেন এই তারকা

আইপিএল ২০২০র শুরু হতে এখন ২ মাস সময়ই বাকি রয়েছে। সমস্ত আইপিএল ফ্রেঞ্চাইজিগুলি সিজন-১৩র জন্য নিজেদের দল প্রস্তুত করে ফেলেছে আর সমস্ত টিম মালিক আর সমর্থকরা আইপিএল ২০২০র অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। এর মধ্যে দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকদের জন্য একটা খারাপ খবর সামনে আসছে। দলের এক তারকা খেলোয়াড় আইপিএলের শুরুর কিছু ম্যাচ থেকে বাইরে থাকতে পারেন।আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের ঘনিষ্ঠ সূত্রের কাছ থেকে খবর আসছে যে বিসিসিআই ২৮ বা ২৯ মার্চ থেকে আইপিএল ২০২০র শুরু করতে চায়। যদিও এখনো পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের তরফে এর অফিসিয়াল কনফার্মেশন আসেনি। যদি মার্চের শেষ দিকে আইপিএল শুরু হয় তো এটা দিল্লি ক্যাপিটালসের সমর্থকদের জন্য ভালো খবর হবে না। আসলে দলের তারকা ব্যাটসম্যান শিখর ধবন আইপিএলের শুরুর কিছু ম্যাচ মিস করতে পারেন। জানিয়ে দিই যে মিডিয়া রিপোর্টসের মোতাবেক শিখর ধবন নিজের চোটের কারণে প্রায় আড়াই মাস মাঠ থেকে দূরে থাকবেন। এই অবস্থায় তার আইপিএলের শুরু কিছু ম্যাচ খেলা মুশকিলই হবে।দিল্লি ক্যাপিটালসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় শিখর ধবনশিখর ধবন দিল্লি ক্যাপিটালসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। তার কাঁধে দলকে ভালো শুরু এনে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে। গত মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালস যে প্লে অফে জায়গা করে নিতে পেরেছিল তাতে সবচেয়ে বড়ো যোগদান ছিল শিখর ধবনের। শিখর ধবন আইপিএল ২০১৯এ দুর্দান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি মোট ১৬টি ম্যাচে ৩৪.৭৩ গড়ে ৫২১ রান নিজের দলের হয়ে করেছিলেন। এর মধ্যে তার স্ট্রাইকরেট ছিল ১৩৫.৬৭। তিনি গত মরশুমে মোট ৫টি হাফসেঞ্চুরি দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে করেছিলেন।এই রকম হল আইপিএল ২০২০র জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের দলশ্রেয়স আইয়ার, পৃথ্বী শ, অজিঙ্ক রাহানে, শিখর ধবন, ঈশান্ত শর্মা, অমিত মিশ্রা, আবেশ খান, সন্দীপ লামিছানে, কাগিসো রাবাদা, কিমো পল, অক্ষর প্যাটেল, হর্ষল প্যাটেল, ঋষভ পন্থ, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, জেসন রয়, মোহিত শর্মা, ললিত যাদব, মার্কস স্টোইনিস, ক্রিস ওকস, অ্যালেক্স কেরি, শিমরন হেটমেয়ার, তুষার দেশপান্ডে।

২০১৯-২০২০ ফুটবল ম্যাচে মুখোমুখি বার্সেলোনা ইবিজা, কোথায় দেখবেন?

কোপা দেল রের শেষ ৩২ রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে বার্সেলোনা দল এখন স্পেনের ইবিজায়। ইউডি ইবিজার মুখোমুখি হবে তারা। কিন্তু ম্যাচটিতে খেলছেন না কাতালান ক্লাবটির তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি। বার্সার এই স্কোয়াডে রয়েছেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন, নেতো, নেলসন সেমেদো, ক্লিমেন্ট লংলে, জর্দি আলবা, সের্জি রবার্তো, স্যামুয়েল উমতিতি, জুনিয়র ফিরপো, চুমি, ইভান রাকিতিচ, আর্থার, ফ্রেঙ্কি ডি ইং, আর্তুরো ভিদাল, রিকি পুইগ, আঁতোয়া গ্রিজম্যান, কার্লেস পেরেস, আবেল রুইজ ও আনসু ফাতি। বার্সেলোনার এই ম্যাচে মেসিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সের্জিও বুসকেতস ও জেরার্দ পিকেও খেলছেন না ইবিজার বিপক্ষে। তারাও বিশ্রামে থাকবেন।তবে চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার পর ডিসেম্বরে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি ছাড়া সবগুলো ম্যাচেই ছিলেন মেসি।

বরাবরের মতো এবারের মরশুমে দারুণ ছন্দে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় ২১ ম্যাচে করেছেন ১৭ গোল! রবিবার গ্রানাদার বিপক্ষে বার্সেলোনার জয়ে একমাত্র গোলটি করেন মেসি! এদিকে আজকের ম্যাচে মেসি-সহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দেওয়ায় বার্সেলোনার ”বি” দলের খেলোয়াড়দের নিয়েই সেজেছে একাদশ। এই পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছেন কোচ কোচ কিকে সেতিয়েন। প্রেমিয়র লীগে আজ মুখোমুখি চেলসি বনাম আর্সেনাল, এক ক্লিকে জেনে নিন কখন, কীভাবে দেখবেন এই ম্যাচের লাইভ সম্প্রচারকখন দেখা যাবে বার্সেলোনা বনাম ইবিজার ম্যাচ ?ভারতীয় সময় বুধবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ইস্টাডিও মিউনিসিপ্যাল দে ক্যান মিসিসে মুখোমুখি হচ্ছে বার্সেলোনা ও ইবিজা।কোপা দেল রে-২০১৯-২০২০ বার্সেলোনা বনাম ইবিজার ফুটবল ম্যাচ টিভিতে কখন দেখা যাবে ?ভারতীয় টিভি চ্যানলের সঙ্গে বার্সেলোনা বনাম ইবিজার ফুটবল ম্যাচের কোনও চুক্তি হয়নি। তাই ভারতীয় দর্শকরা প্রিয় ফুটবল তারকাদের খেলা টিভিতে দেখতে পাবেন না। তবে কি আনলাইনে দেখা যাবে, তা জানতে চোখ রাখুন।কোপা দেল রে-র বার্সেলোনা বনাম ইবিজার ফুটবল ম্যাচের লাইভ স্ট্রিমিং কোথায় দেখা যবে ?কোপা দেল রে- ২০১৯-২০২০-র এই ফুটবল ম্যাচের কোনও ফ্রি লাইভ স্ট্রিমিং ভারতে বসে দেখা যাবে না। ভারতীয় ফুটবল ভক্তরা কোপা দেল রে-র অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এই ম্যাচের খবরাখবর পেতে পারেন।

নাইট শিবিরে ধাক্কা, আইপিএল খেলতে পারবেন না তাম্বে

আইপিএল শুরুর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে ধাক্কা। ২০২০ সালের আইপিএল-এ খেলতে পারবেন না প্রবীণ তাম্বে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের এক কর্তা সোমবার বলেন, ”””বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী আইপিএল-এ খেলতে হলে বিশ্বের অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে পারবেনা ভারতীয়রা।””’টি টেন-এর ড্রাফটের জন্য নিজের নাম পাঠিয়েছিলেন ৪৮ বছরের তাম্বে। সিন্ধির হয়ে গতবছর টি ১০ টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন তিনি। এতে তাম্বে বোর্ডের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে জানান বোর্ডের সেই কর্তা। এই কারণেই কেকেআর-এর হয়ে এ বার আইপিএল খেলা হবে না তাম্বের।এ বারের নিলামে বেস প্রাইস ২০ লক্ষ টাকায় তাঁকে নিয়েছিল নাইটরা। তার পরেই তাম্বে বলেছিলেন, বয়স মাথায় রেখে তিনি মাঠে নামেন না। ফিটনেসের দিক থেকেও ভাল জায়গাতেই তিনি রয়েছেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর মাঠে নামা হচ্ছে না।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের এই জুটি২০১৩ সালে আইপিএল অভিষেক ঘটেছিল তাম্বের। সেই সময়েই তাঁর বয়স ছিল ৪১। রাজস্থান রয়্যালস, গুজরাত লায়ন্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে এই প্রবীণ ক্রিকেটারের। আইপিএল-এ এখনও পর্যন্ত ৩৩টি ম্যাচ থেকে ২৮টি উইকেট নেন তিনি। আবু ধাবির টি ১০ টুর্নামেন্টখেলায় আইপিএল-এর দরজা বন্ধ হয়ে গেল তাম্বের জন্য।খেলার অনুমতি পেলেন না তারকা স্পিনার, আইপিএল শুরুর আগেই ধাক্কা কেকেআরেরসংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই বড়সড় ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এবছরের আইপিএলে খেলতে পারবেন না দলের বর্ষীয়ান স্পিনার প্রবীণ তাম্বে। বিসিসিআইয়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার জেরে আগামী আইপিএল থেকে নির্বাসিত করা হচ্ছে তাম্বেকে। সরকারিভাবে এখনও ঘোষণা করা না হলেও, আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে একথা জানিয়েছেন।প্রবীণের খেলা নিয়ে মূল বাধা ছিল বিসিসিআইয়েরই একটি নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার সঙ্গে চুক্তি থাকলে কোনও ক্রিকেটার অন্য কোনও টি-টোয়েন্টি বা টি-১০ টুর্নামেন্ট খেলতে পারেন না। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কোনও ক্রিকেটারের চুক্তি থাকলে, তিনি বিদেশের কোনও লিগে শুধুমাত্র ৪০ ওভার, ৩ দিন ও পাঁচদিনের ক্রিকেট খেলতে পারবেন।

তাও, বিসিসিআই এবং যে রাজ্যের হয়ে তিনি ক্রিকেট খেলেন, সেই রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার অনুমতি নিয়ে। মুশকিল হল, সম্প্রতি প্রবীণ তাম্বেকে (ঞ্চন্থক্সদ্র ঠথদ্বত্নত্র) দেখা গিয়েছে আবু ধাবিতে টি-১০ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলতে। সেখানে রীতিমতো সফলও হন তাম্বে। একটি হ্যাটট্রিকও করেন তিনি। এই টি-১০ টুর্নামেন্টে খেলেই বিপাকে পড়েছেন তাম্বে। বিসিসিআইয়ের শর্ত লঙ্ঘনের জেরে আইপিএল থেকে বরখাস্ত করা হল তাঁকে। আগেই বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছিল, তাম্বের খেলা না খেলা নির্ভর করছে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে।নিলামে প্রবীণ তাম্বেকে কিনে চমক দিয়েছিল কেকেআর। প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৪৮ বছর বয়সে পেশাদার ক্রিকেট খেলার অনন্য নজিরের সামনে ছিলেন তাম্বে। মজার কথা হল, দলের কোচ ম্যাককালামের থেকেও দশ বছরের বড় প্রবীণ। এর আগে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে ভাল পারফর্ম করেছেন এই ৪৮ বছর বয়সী লেগ-স্পিনার। কেকেআর শিবির স্পিন বিভাগে গভীরতা বাড়ানোর উদ্দেশেই কিনেছিল প্রবীণকে। পীযূষ চাওলার পরিবর্ত হিসেবে কেনা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু, কেকেআরের কোনও উদ্দেশ্যই পূরণ হবে না। বিসিসিআইয়ের নিয়ম না মেনে টি-১০ টুর্নামেন্ট খেলায় নির্বসিত হতে হল প্রবীণকে।

পড়ুয়াদের উদ্বুদ্ধ করতে কুম্বলের ভাঙা চোয়ালের উদাহরণ মোদির, আপ্লুত প্রাক্তন অধিনায়ক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সালটা ২০০২। মে মাস। অ্যান্টিগায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলেন অনিল কুম্বলে। ক্যারিবিয়ান বোলার মার্ভিন ডিলনের ডেলিভারি সোজা গিয়ে লাগে কুম্বলের চোয়ালে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। তারপরের দৃশ্য প্রত্যেক ক্রিকেটপ্রেমীর মনে আজও উজ্জ্বল। মাথার উপর দিয়ে চোয়াল পর্যন্ত ব্যান্ডেজ জড়িয়ে পরের দিন মাঠে নেমেছিলেন কিংবদন্তি স্পিনার। হাত ঘুরিয়ে প্যাভিলিয়নে পাঠিয়েছিলেন ব্রায়ান লারাকে। ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেও সেই টেস্টে ১৪ ওভারে বল করেছিলেন। কুম্বলের সেই অসম সাহসী সিদ্ধান্ত আর দৃঢ় মানসিকতা আজও ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কাছে বিস্ময়ের। আর ”পরীক্ষা পে চর্চা”য় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাই পড়ুয়াদের কুম্বলের সেই আত্মবিশ্বাসের কথাই মনে করিয়ে দিলেন।ইচ্ছা থাকলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমন উদাহরণ আছে, যেখানে দেখা যায় ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে। সোমবার দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে পড়ুয়াদের মনোবল বাড়ানোর লক্ষ্যে ”পরীক্ষা পে চর্চা”র আয়োজনে কুম্বলের সেই অসামান্য ইচ্ছাশক্তির কথাই উঠে

আসে মোদির মুখে। যা শুনে আপ্লুত প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক। টুইটারে কুম্বলে লেখেন, ”পরীক্ষা পে চর্চা ২০২০-র কর্মসূচিতে আমার নাম উল্লেখ করা হল শুনে আমি গর্বিত। নরেন্দ্র মোদিকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরীক্ষার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা রইল।”নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোহলিদের অতীত পরিসংখ্যান শোচনীয়, চিন্তায় ক্রিকেটপ্রেমীরাপরীক্ষা পে চর্চায় অংশ নিয়েছিল হাজার দু”য়েক পড়ুয়া। গোটা দেশ থেকে অন্তত ২ কোটি পড়ুয়া মোদির এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় দু”হাজার পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এবং লক্ষাধিক পড়ুয়াকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে জাম্বোর পাশাপাশি কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং রাহুল দ্রাবিড়ের সেই অনবদ্য ৩৭৬ রানের পার্টনারশিপের কথাও শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর মুখে।মোদি বলেন, ”আমাদের দল তেমন ভাল খেলছিল না। কিন্তু রাহুল দ্রাবিড় আর ভিভিএস লক্ষ্মণ জুটির সেই অসাধারণ মুহূর্ত কি আমরা ভুলতে পারি? একইভাবে চোট নিয়ে অনিল কুম্বলে যেভাবে খেলেছিলেন, তা ভোলা যায়? এটাই মোটিভেশন আর ইতিবাচক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা।” মোদির মুখে প্রশংসা শুনে উচ্ছ্বসিত কুম্বলে।

কোহালির মতো প্রতিভা পাকিস্তানে অনেক রয়েছে, দাবি আবদুল রাজ্জাকের

বুমরাকে সামলে দিতেন বলে দাবি করেছিলেন, বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন সচিন-কোহালিকে নিয়েও। ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আবদুল রাজ্জাক। দাবি করলেন, বিরাটের মতো প্রতিভা নাকি পাকিস্তানে প্রচুর রয়েছে। সিস্টেমের দোষে সেই প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে।দিন কয়েক আগে যশপ্রীত বুমরা সম্পর্কে রজ্জাক বলেছিলেন, তিনি এখন খেললে বুমরাকে খুব সহজেই সামলে দিতে পারতেন। কোহালি সম্পর্কেও থেমে থাকেননি। বলেছিলেন, ”””বিরাট কোহালির কথাই ধরুন না। ও যখন রান করছে তখন করেই চলেছে। ভারতের সেরা প্লেয়ার, ধারাবাহিক ভাবে রানও করে চলেছে। কিন্তু, সচিনের সঙ্গে আমি ওকে এক বন্ধনীতে রাখব না। সচিনের ক্লাসই ছিল অন্য।”””রজ্জাক নতুন করে ফের পড়লেন কোহালিকে নিয়ে। ভারত অধিনায়ক সম্পর্কে প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারের নতুন মন্তব্য, ”””কোহালি দুর্দান্ত প্লেয়ার। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। তবে কোহালি একদিক থেকে ভাগ্যবানও বটে। কারণ বিসিসিআই ওর পাশেই রয়েছে। আত্মবিশ্বাস জোগান দিচ্ছে কোহালিকে। প্রত্যেক ক্রিকেটারের এই আত্মবিশ্বাসটাই দরকার। বোর্ডের কাছ থেকে যে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে কোহালি, সেই শ্রদ্ধাই ওর সেরাটা বের করে আনে মাঠে। ফলাফল কী হচ্ছে, তা তো সবাই দেখতেই পাচ্ছে।”””বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পেতে নিউজিল্যান্ডে ভাল পারফর্ম করতেই হবে এঁদেররজ্জাক মনে করেন, কোহালির মতো প্রতিভা পাকিস্তানেও রয়েছে। কিন্তু পাক ক্রিকেটের যে পরিকাঠামো, তাতে অনেক প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে। রজ্জাক বলছেন, ”””আমি বিশ্বাস করি, কোহালির থেকেও ভাল প্লেয়ার হওয়ার মতো প্রতিভা রয়েছে পাকিস্তানে। কিন্তু সিস্টেমের জন্য সেই প্রতিভার বিকাশ আর হচ্ছে না। এটাই ট্র্যাজেডি। ভারতীয় বোর্ডের কাছ থেকে যে সম্মান কোহালি পাচ্ছে, পারফর্ম করে তা ফিরিয়ে দিচ্ছে ও।”

রোহিত বনাম বোল্টের লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ

রোহিত শর্মা বনাম ট্রেন্ট বোল্ট। ভারতের নিউজিল্যান্ড সফরে রোহিতের সঙ্গে বোল্টের টক্কর আকর্ষণীয় হতে চলেছে বলে মনে করছেন কিউয়িদের প্রাক্তন কোচ মাইক হেসন।এর আগে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে বেশ কিছু উত্তেজক লড়াইয়ের সাক্ষী হয়েছিল ক্রিকেটমহল। যেমন বিরাট কোহালি বনাম মিচেল স্টার্ক, জশপ্রীত বুমরা বনাম ডেভিড ওয়ার্নার। পিছিয়ে পড়েও টানা দুই ম্যাচ জিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পুরেছিল টিম ইন্ডিয়া। তার পরই শুক্রবার থেকে নিউজিল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেমে পড়ছে ভারত।সেই সিরিজে বাঁ-হাতি পেসার ট্রেন্ট বোল্ট অবশ্য চোটের জন্য নেই। তবে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের জন্য কিউয়ি দলে ফিরতে পারেন তিনি। তার পর রয়েছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজও। হেসন বলেছেন, ”যদি সুইং হতে শুরু করে তবে ট্রেন্ট বোল্টের সঙ্গে রোহিত শর্মার লড়াই উত্তেজক হয়ে উঠবে।”বাঁ-হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে রোহিতের দুর্বলতার খবর ক্রিকেটবিশ্বের অজানা নয়। রোহিতের প্রতি হেসনের পরামর্শ, ”প্রথম সেশনে রোহিতকে শরীরের কাছে খেলতে হবে। খুব জোরে বল মারা চলবে না। যদি এটা মেনে চলতে পারে তা হলে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং কন্ডিশন ও উপভোগ করবে।”ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চাপে ফেলার জন্য নিউজিল্যান্ডে পেস-সহায়ক উইকেট থাকার সম্ভাবনা।

No. 858 — 64 F.21(63)/CESPJ/E-TENDER(FL&CL)/2020
Dated,20.01.2020
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 03 (three) nos. retail vend of Foreign Liquor Shops and 01 (one) no. retail vend of Country Liquor shops under Sepahijala District for the financial years 2020-21,2021-22 & 2022-23 as per provision of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rules, 1990 (as amended upto 2019) subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in).
Intending tenderer shall submit e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District. The bids shall be uploaded/ submitted by the bidders within 21(Twenty one) days from the date of publication of e-tender i.e. on 23 .01.2020.
Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District will be on a 2, .02.2020 up to 5.30 PM.
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the e-Procurement portal (https://tripuratenders.gov.in) and office Notice Board of the Office of the Collector of Excise, Sepahijala District.
Corrigendum/ addendum, if any will be published due course only on the above website.

ICA/C-2283/2019-20
(C.K. Jamatia, IAS)
Collector of Excise
Sepahijala District : Bishramganj

Notice Inviting Tender/Quotation.

Tender/Quotations in sealed envelope are invited from the bonafide citizens of India, for hiring of 2(two) Nos of Maruti Vans (Omni) vehicles for official use in the office of the Superintendent of police (Vigilance) Organization, Tripura.
The last date of submission of tender/Quotation will be upto 24/01/2020 (3.00 P.M).
The details terms & conditions may be seen in the Notice Board of the S.P (Vigilance) Office.
Specification of vehicle: - Maruti (Omni, Uro- III/IV) Van with commercial registration of Tripura State Permit with valid documents etc.

Format for quoting rate is given below :

Sl No.	Name of work	Rate for detention per day in Rs. (In Figures & words)	Rate per km is Rs.(In Figures & words)
1	2	3	4
1.	Hiring of Maruti (Omni) For office use.	Not exceeding Rs. 700/- (Rupees. Seven hundred) only per day	Not exceeding Rs. 8/- (Rupees. Eight) only per kilometer

ICA/C-2275/2019-20
Superintendent of Police (Vigilance) Tripura, Agartala

No.P.10(8)-DESNIP/ESTT/2019/ 281-82
Dated, 28th January, 2020
NOTICE INVITING e-TENDER

The Dirretor, Employment Services 86 Manpower Planning, Tripura, Office L Agartala-799001 invites electronic bids through e-Procurement Portal of Government id Tripura (http: tnpuratenders.gov.in) for Supply, Installation, Commissioning, Maintenance of AADHAAR Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) from the resourceful, experienced, Manufacturer / authorized vendors. Detailed tender notice schedule and tender documents can be obtained from (http:/ ftripuratenders.gov.ini. Last date of submission of the-tender is **10.02.2020** upto 5.00 p.m.

ICA/C-2278/2019-20
(B. Debbarma)
Director
Employment Services & Manpower Planning, Government ot Tripura..

NIEOI No.F.3(17)-TIT/Canteen/2014/ 47 Date 17/01/2020
SHORT NOTICE INVITING e-TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites e-Tender from bonafide & Registered/Licensed/Authorized, experienced and reputed caterers /Canteen or Cafeteria or Student Hostel or Mess,operators, for operating the Institute Canteen at Tripura Institute of Technology (New Campus), Narsingarh, Tripura (West), having minimum 3(three) years experience in running canteen / cafeteria under Government /Government Undertaking/ Public/ Private Educational Institutions / Private Organizations through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in

Sl No.	Name of work	Earnest Money	Cost of EOI Fee	Date of Downloading tender form	Last date of Receiving e-Tender	Period of Service
1.	Expression of Interest (EOI)for Operation and Managemat of Institute Canteen / Cafeteria at Tripura Institute of Technology (New Campus), Narsingarh,Tripura (West) - 799009	Rs. 25,000.00 (Rupees Twenty Five Thousand only)	Rs. 500.00	17/01/2020 to 10/02/ 2020 (Upto 5.00 PM)	10/02/ 2020 upto 5.00 PM	24 months

ICA/C-2286/2019-20
Principal,
Tripura Institute of Technology, Narsingarh

৭১তম প্রজাত দিবস উদযাপন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা রাজ্যে ৭১তম প্রজাত দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে আগরতলায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ২০ জানুয়ারি আলোকসজ্জা এবং সাফাই অভিযানের মধ্য দিয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রজাত দিবস উদযাপনের সূচনা হয়েছে। গতকাল রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৪৮তম পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপিত হয়। ২৬ জানুয়ারি প্রজাত দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে আসাম রাইফেলস ময়দানে। রাজ্যপাল রমেশ বৈস আসাম রাইফেলস ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সম্মিলিত কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামীকাল ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত হবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। সকাল সাড়ে ৮টায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষামী রতনলাল নাথ। এরপর হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সকাল ৯.১৫ মিনিটে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। এদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় রবীন্দ্র কাননে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর সূচনা হবে। হর্টিকালচার প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে ২৪ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় রবীন্দ্র কাননে বসে আঁকো ও আল্পনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৩ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৪ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। বিকেল ৩টায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে আয়োজিত হবে মহিলাদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। সন্ধ্যা ৬টায় আগরতলা হেরিটেজ পার্কে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২৫ জানুয়ারি সকাল ৭টায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে ক্রসকান্ট্রি দৌড়। সকাল ১১টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা। বিকেল ৩টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় হেরিটেজ পার্কে আয়োজিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২৬ জানুয়ারি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ঐদিনের কর্মসূচির সূচনা হবে। সকাল সাড়ে ৬টায় গান্ধীঘাটে গান্ধীবেদীতে মাল্যদান করবেন শিক্ষামী রতনলাল নাথ। সকাল ৭টায় শিক্ষামী শ্রীনাথ পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে শহীদবেদীতে মাল্যদান করবেন। সকাল সাড়ে ৭টায় নতুন মহাকরণ ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। পতাকা উত্তোলন করবেন শিক্ষামী রতনলাল নাথ। প্রজাত দিবসের মূল অনুষ্ঠানে আসাম রাইফেলস মাঠে আয়োজিত হবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার ও পদক প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় জিবি, আই জি এম ও ক্যান্সার হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতাল, বাধারঘাটের দৃষ্টিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় কারাগার, বিভিন্ন অনাথ আশ্রম, দুঃস্থ আবাস, নির্মলা শিশুভবন সহ বিভিন্ন আবাসের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত হবে প্রাক্তন সৈনিকদের অনুষ্ঠান। বিকেল ৪টায় পুরাতন রাজভবনে আয়োজিত হবে ঘরোয়া অনুষ্ঠান। বিকেল সাড়ে ৫টায় রবীন্দ্র কাননে অনুষ্ঠিত হবে হর্টিকালচার প্রদর্শনীর বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক উপজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। রাত সাড়ে ৮টায় মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি নেতবৃন্দের সঙ্গে নৈশ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান।

চুরি করতে গিয়ে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। রাজধানীর আগরতলার সেন্ট্রাল রোড গাড়ি থেকে তেলের টিন চুরি করে নিয়ে যাবার সময় এক যুবককে আটক করে উপস্থিত জনতা। যুবক নেশাগ্রস্ত ছিল। তার কাছ থেকে দুটি ড্রাগস সিরিঞ্জও পাওয়া যায়। যুবকের নাম সাগর সিন্‌হা, পিতা গণেশ সিন্‌হা। তার বাড়ি বিশালগড় বাইদ্যারদিঘি এলাকায়। ধৃত যুবক জানায় রাধানগর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১০০ টাকা করে বিনিময়ে এই সিরিঞ্জগুলি কেনে এবং এতে হিরোইন রয়েছে। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। শহরের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ছড়িয়ে চিঠিয়ে থাকা এই নেশাকারবারী প্রশাসনের দৃষ্টি উপেক্ষা করে এখনো সক্রিয় রয়েছে। যুব সমাজকে নেশামুক্ত করতে হলে পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বলে জনগণের অভিমত।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে বাংলাদেশের ৪ কোটি মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ২২।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের ১৯টি জেলার ৭০ উপজেলার চার কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান সরকারের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে মে মাসে এক ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি বেড়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি এখন ১০০ কিলোমিটার নদীতে প্রবেশ করছে।গড় বৃষ্টিপাত বেড়েছে। বিশেষ করে অল্প সময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে শহর অঞ্চলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতাও রয়েছে। রুক্ষ সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে, বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবেশের ভারসাম্যও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এজন্য আমরা অতীতের মতো বিভিন্ন ঋতুতে কোনো ভিন্নতা দেখতে পাই না।ফলে এটি আমাদের জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাব ফেলছে এবং কৃষকদের কৃষিকাজ ও জীবিকার ওপর আমরা নেতিবাচক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। এটি আমাদের কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি সৃষ্টি করেছে, যোগ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পোকামাকড় আক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয় ক্ষমতা বাড়াতে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নসহ তার সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বর্ণনা দেন।শেখ হাসিনা আরও বলেন, তার সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালে সারাদেশে এক কোটি গাছ লাগানোর একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন খানের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ এ মোট ৪০টি ট্রান্সপন্ডার রয়েছে এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রতি ট্রান্সপন্ডার থেকে বছরে ১ মিলিয়ন থেকে ১.২৫ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে।

একেএম রহমতুল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন,মুজিব বর্ষ' চলাকালীন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের নানা দিক আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে।এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ ও জীবনকে নতুন ভাবে জানতে সক্ষম হবেন,বলেন তিনি।তিনি বলেন, ২০২০-২১ সালের জন্য ইউনেসকো ৫৯টি অ্যানিভার্সারি উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।বঙ্গবন্ধুকে একজন ছয়ের পাতায় দেখুন

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৪তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বুধবার আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে নেতাজির মর্মর মূর্তি পরিস্কার করা হচ্ছে। ছবি- নিজস্ব।

জিন্না ও নেহেরু দেশভাগ করেছিল, দাবি বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি (হি.স.)।। জওহরলাল নেহেরু এবং মহম্মদ আলি জিন্নার কায়েমি স্বার্থের জন্য ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল বলে অভিযোগ তুললেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। পাশাপাশি সিএএ বিরোধী প্রচার চালিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি আদতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের অপমান করে চলেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

বুধবার রাজধানী দিল্লিতে দলের প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্বিত পাত্র দাবি করেন, দুই ব্যক্তির কায়েমি স্বার্থের জন্য দেশভাগ হয়েছে। প্রথমজন হলেন জিন্না। যিনি বিপুল ক্ষমতা পেতে চেয়েছিলেন। আর দ্বিতীয়জনের হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে দেশভাগ হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দেশভাগ করে বসলেন নেহেরু। নিজের স্বার্থকে সর্বাগ্রে রেখে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন তিনি। নেহেরু এবং জিন্নার এই দায় কেউ আড়াল করতে পারবে না। ধর্মের কারণে দেশভাগ করার জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন জরুরি হয়ে পড়েছে।সম্প্রতি বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে দাবি করেছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের কোনও অবদান নেই। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সম্বিত পাত্র বলেন, দলমত নির্বিশেষে দেশের সকলস্তরের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রেখেছে। কিন্তু সোনিয়া গান্ধীর বাবা-মায়ের ভারতের স্বাধীনতায় কি অবদান রয়েছে। কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম দাবি করেছিলেন যে ইতালির ফ্যাসীবাদী নেতা মুসোলিনি হয়ে কাজ করতেন সোনিয়ার বাবা স্টিফাউনো মাইনো।

সিএএ নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের সমালোচনা করে সম্বিত বলেন, সিএএ ও এনপিআর বিরোধী বিক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিরোধী দলগুলি হিংসার পরিবেশ তৈরি করেছে। কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি হিন্দুদের অপমান করে চলেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে সওয়াল করে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, হিন্দুরা ভারতকে সহিষ্ণু এবং মহান সভ্যতায় পরিণত করেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ১ম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টে নাম লেখাল বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,জানুয়ারী ২২।।বহুল প্রতিক্ষিত ইলেট্রনিক্স পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) চালু হওয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও একবার উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের বিশেষ বছরে আমরা মানুষের হাতে ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করতে পারছি। আমি বিশ্বাস করি, এটি নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও একবার আলোকিত করবে।

বুধবার রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ই-পাসপোর্ট পরিষেবা ও স্বয়ংক্রিয় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।এদিকে, প্রযুক্তি ভিত্তিক এ পাসপোর্ট চালুর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্টের জগতে নাম লেখালো বাংলাদেশ।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তার ই-পাসপোর্ট তুলে দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল নতুন এ পাসপোর্টটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।শেখ হাসিনা বলেন, ই-পাসপোর্ট চালুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।১১৮টি দেশ ইতিমধ্যে এটা প্রবর্তন করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বপ্রথম বাংলাদেশই ই-পাসপোর্ট চালু করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ এখন ১১৯তম দেশ হিসেবে এটি চালু করলো।শেখ হাসিনা জানান, উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন সেবাকে সময়োপযোগী করেই তার সরকারের লক্ষ্য।তিনি বলেন, শোনা যায় যে প্রবাসীরা দেশে ফিরলে তাদের বিভিন্ন ধরণের হয়রানি করা হয়।এ ব্যবস্থায় দেশে ফিরে এবং বিদেশে যাওয়ার সময় লোকেরা ভবিষ্যতে হয়রানির শিকার হবে না।

দেশের জনগণ দেশের অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এখন বিপুলসংখ্যক মানুষ বিদেশে চলে যাচ্ছে এবং প্রবাসীরা দেশে রেমিটেন্স প্রেরণ করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।আমাদের সব ধরনের কার্যক্রমে তাদের (প্রবাসী) সহায়তা আমরা পাই। কাজেই তারা যাতে কোনোরকম হয়রানির শিকার না হন, সেটাও যেন আমরা লক্ষ্য রাখি,যোগ করেন তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, ২০১৫ সালে ২৪ শে নভেম্বর আমরা বাংলাদেশের জনগণের জন্য মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট দিতে শুরু করি। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে আগামী ১০ বছরের জন্য আমরা এখন ই-পাসপোর্ট প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছি।

সরকার ৬৪টি জেলার ৬৯টি পাসপোর্ট অফিস, ৩৩টি বর্হিগমন চেকপোস্ট এবং বিদেশে বাংলাদেশের ৭৫টি মিশনের ভিসা উইয়ের মাধ্যমে পাসপোর্ট, ভিসা এবং অভিবাসন পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে মানুষের দোরগোড়ায়, যোগ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা ও সেবা বিভাগের সচিব মো. শহিদুজ্জামান ও বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত পিটার ফারেনহোল্টজ।শুরুতে ডিআইপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ স্বাগত বক্তব্য দেন এবং ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান ই-পাসপোর্ট সেবার ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন উপলক্ষে ইমিগ্রেশন এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরের (ডিআইপি) কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যান।ডিআইপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ সেসময় জানান, প্রাথমিকভাবে উত্তরা, যাত্রাবাড়ি এবং আগারগাঁও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট সেবা শুরু হবে।পর্যায়ক্রমে ৭২টি আঞ্চলিক ও বিভাগীয় অফিস এবং ৮০টি বিদেশি মিশনে চালু করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, জার্মান সংস্থা ভেরিডোস জিএমবিএইচ দেশে ই-পাসপোর্ট এবং ই-গেটে কাজ করছে।আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশনের (আইসিএও) মতে, বর্তমানে ই-পাসপোর্ট ইস্যুকারী ১০০ টিরও বেশি দেশ এবং বেসরকারি সংস্থা রয়েছে এবং বিশ্বে ৪৯০ মিলিয়ন ই-পাসপোর্টধারী লোক রয়েছে।প্রকল্পের তথ্যানুযায়ী,বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ছয়ের পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে মার্কফেডের উদ্যোগে দ্বিতল ভবনে উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২২ জানুয়ারি।। উনকোটি জেলার বেকার যুবক-যুবতীদের ব্যবসার সুযোগ করে দিতে ২০১৬ সালে উনকোটি জেলার কুমারঘাটে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভের অধীনস্থ ত্রিপুরা মার্কফেডের উদ্যোগে শুরু হওয়া দ্বিতল ভবন বিশিষ্ট মার্কেট স্টলের উদ্বোধন হলো বুধবার কুমারঘাটে। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভবনের ফলক উন্মোচন এবং ফিতে কেটে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা মার্কফোডর চেয়ারম্যান তথা বামুটিয়া। বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। উপস্থিত ছিলেন বিধায়কদ্বয় ভগবান দাস এবং সুধাংশু দাস, কুমারঘাট কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান সুনিল চন্দ্র দাস, ত্রিপুরা মার্কফেডের চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ডিরেক্টর সুদীপ দেব সহ অন্যান্য অতিথিরা। উদ্বোধকের ভাষণ রাখতে গিয়ে মার্কফেডের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস বলেন এলাকার বেকার যুবক-যুবতীরা যাতে ব্যবসা করার সুযোগ পায় তার জন্যই এই মার্কেট স্টল নির্মাণ। এলাকার উদ্যমী যুবক যুবতীদের মার্কফেডের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার বার্তা দেন বিধায়ক তথা মার্কফেডের চেয়ারম্যান। মার্কফেডের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তুললেই মার্কফেড যুবক-যুবতীদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে বলে এদিন আশার বাণী শোনালেন কৃষ্ণধন দাস। নবনির্মিত এই ভবনটিতে মোট ১৩ টি কক্ষ রয়েছে এবং সবমিলিয়ে এখনো পর্যন্ত এই ভবন নির্মাণে ব্যায় হয়েছে ৯৬ লক্ষ টকা যা সম্পূর্ণ মার্কফেডের নিজস্ব তহবিল থেকেই করা হয়েছে।

মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজধানীতে ফল বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। ২২শে জানুয়ারি এমনই একটি দিনে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প চালু করেছিলেন। দেশের মহিলাদের যোগ্য সম্মান দিতে এবং কন্যা সন্তানরাও যে অবহেলার পাত্র নয় তা বুঝাতেই এই প্রকল্প তিনি চালু করেন। সেই দিনটি মহিলা তথা কন্যা সন্তান ধারণকারী মায়েদের কাছে একটি গৌরবের দিন। আর এই দিনটি পালন করতে গিয়ে সদর জেলা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে রাজধানী আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে কন্যা সন্তানের গর্ভধারিনী মায়েদের সম্মাননার্থে ফল, হরলিকস এবং ফুল প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, কংগ্রেস অমলে পুরুষ প্রধান কতগুলি নীতির কারণে পুরুষ এবং মহিলাদের অনুপাত অনেকটা ফারাক হয়ে গিয়েছিল। যেখানে পুরুষের সংখ্যা ১০০০ জন সেখানে মহিলা সংখ্যা ছিল ৮৫০ এর মতো। কিন্তু নরেন্দ্র মোদিজির বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প চালু হওয়াতে এই অনুপাত বেড়ে পুরুষ ১০০০ জনে মহিলা প্রায় ৯১৮ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপিয়া দত্ত জানান, ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যেখানে মহিলারা যোগ্য সম্মান পাবেন সেখানে দেবতারা বসবাস করবে। আর তার জন্যই দেশে কন্যা সন্তানদের যোগ্য মর্যাদা দিতে নরেন্দ্র মোদি এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এদিনটিকে স্মরণ করে আজকে যারা কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন তাদের ফুল দিয়ে সম্মান জানানো হবে যাতে তারা গর্ববোধকরতে পারে। পাপিয়া দত্ত কন্যা সন্তানের জন্মধাত্রী মাদের আন্তরিক শুভেচ্ছাও জানান।

নেশা বিরোধী অভিযানে গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি : পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া এসডিপিও, বি জগদীশ্বর রেড্ডি, এসিডিআর জগদীশ দেববর্মা, ডিএসপি সোনাচরণ জমাতিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা বুধবার বিকালে তেলিয়ামুড়া ব্লকের রূপাছড়া গ্রামে গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। তেলিয়ামুড়া এসডিপিও বি জগদীশ্বর রেড্ডি জানান, পুলিশের কাছে খবর আসে ফরেস্ট ল্যান্ডে গাঁজা চাষ হচ্ছে। এই খবরের উপর ভিত্তি করে পুলিশ রূপাছড়া গ্রামের গভীর জঙ্গলে অর্থাৎ ফরেস্ট ল্যান্ডে গাঁজা গাছ প্রত্যক্ষ করে। পরে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা গাঁজা গাছগুলি কেটে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই ফাঁকে পুলিশ আরও কিছু শুকনা গাঁজাও উদ্ধার করে একই জায়গা থেকে। তবে গাঁজা ক্ষেত্রের কর্ণধারের খোঁজ পায়নি পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশের এই গাঁজা বিরোধী অভিযানে অংশ নেয় তেলিয়ামুড়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। তবে রূপাছড়া গ্রামের একাংশ মানুষজনরা যে ফরেস্ট ল্যান্ডে অবৈধ ভাবে গাঁজা চাষ করে, সেটা আবারও প্রমাণিত হল। এদিকে তেলিযামুড়া রেঞ্জ অফিসার নিরঞ্জন দেবনাথ বলেন, অবৈধ গাঁজা ক্ষেত বা চাষাবাদের খবর পেলে পুলিশকে যেন জানানো হয়। বুধবারের গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশ ১৩০০ গাছ ধ্বংস করে। যার বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা হবে বলে জানান এসডিপিও বি জগদীশ্বর রেড্ডি।

পুলিশী সাহায্যের জন্য নাজেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জানুয়ারি ।। রাজধানী ধলেশ্বর এলাকায় মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এক পথ ভোলা বা মানষিক অবসাদগ্রস্ত মহিলা অপেক্ষমান থাকলেও তাকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে গিয়ে পুলিশের সাহায্যের জন্য নাজেহাল এলাকাবাসী। পূর্ব মহিলা থানায় রাত দশটার ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।